উন্মুক্ত করা হল মদিনার ঐতিহাসিক আল ফকির কূপ

সারে-জমিন

জনসংযোগ ও দেওয়াল লিখনে প্রচার সাজদার

রূপসী বাংলা

পুতিনের পতন ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হবে না

সম্পাদকীয়

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ হাওড়ায়

সাধারণ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২০ মার্চ, ২০২৪
৬ চৈত্র ১৪৩০
৯ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 78 ■ Daily APONZONE ■ 20 March 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

স্কুল চত্বরের দোকানে ধূমপান সামগ্রী বিক্রি নিষিদ্ধ করল সংসদ

আপনজন ডেস্ক: তরুণ প্রজন্ম তামাকজাত দ্রব্যের নেশায় বিপথে চালিত হচ্ছে। তাই এবার সাবধানি পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের স্বাক্ষর সহ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নতুন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত প্রধান শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে স্কুল চত্বরের মধ্যে কোনও স্মোকিং গেজেট অর্থাৎই-সিগারেট বা ইলেকট্রিক সিগারেটের মতো যে কোন ধরনের ধূমপান জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার হলে তার বিরুদ্ধে যেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, স্কুলের কাছের দোকানে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের ক্ষতিকারক জিনিস বিক্রি যাতে বন্ধ করা হয় তার জন্য যেন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ই-সিগারেট ভারতের তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করছে। ফলত স্মোকিং গেজেট বা ই সিগারেট সম্পূর্ণ

ভাবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তে খুশি শিক্ষক মহল। উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২০২৪-২৫ অর্থাৎ এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই একাদশে চালু হচ্ছে সেমিস্টার সিস্টেমে পঠন পাঠন ও পরীক্ষা। একইভাবে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও চালু হচ্ছে সেমিস্টার সিস্টেম। কিছুদিন আগেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে যেসব শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পাশ করবে তারা সেমেস্টার প্রক্রিয়ায় দেবে উচ্চমাধ্যমিক। দু'বছরে মোট চারটি সেমিস্টারে পরীক্ষা হবে। একাদশ শ্রেণিতে দুটি সেমিস্টার পরীক্ষা হবে। প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টার হবে নভেম্বর মাসে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টার হবে মার্চ মাসে। আগে উচ্চমাধ্যমিকে ছিল ৬০টি বিষয়। এবার সেটি ৬২ টি করা হয়েছে।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০, গ্রেফতার জমির মালিক

ভগবানগোলার দুজন শ্রমিকের প্রাণ গেল গার্ডেনরিচের ঘটনায়

সুব্রত রায় ● কলকাতা
সারিউল ইসলাম ● ভগবানগোলা

আপনজন: অবশেষে ৪২ ঘন্টা পর বের করা হল আরো এক মৃতদেহ। ফলে গার্ডেনরিচে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। এদিকে গার্ডেনরিচে যে নির্মীয়মান বহুতল বাড়িটি ভেঙে পড়েছে সেই জমির মালিক সারফারাজকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কারণ অভিযোগ হল, সেখানে পুকুর ছিল আর সেটি বুঁজিয়ে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়েছিল বহুতল। রবিবার রাতে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনার প্রায় ৪২ ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছিল ২৬ জনকে। ১৭ জন আহত। ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানিয়েছিল। নিখোঁজ ছিলেন অনেকেই। সেই মতোই মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধার কাজ শুরু করেছিল। দুপুর থেকে শোনা যাচ্ছিল একজনকে লোকেট করা গিয়েছে। কিন্তু বাকি আরো দু থেকে তিনজন ভেতরে আটকে রয়েছে। গতকাল থেকেই খোঁজ ছিল না শেরু নামে এক ব্যক্তির। যিনি এখনো নিখোঁজ। উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে গার্ডেনরিচ

ভগবানগোলায় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে এখন বিষাদের ছায়া।

থানায় ৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভাঙার ঘটনায় কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের তরফ থেকে গার্ডেন রিচ থানায় তিন জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই তিন জন হলেন ১. মহম্মদ ওয়াসিম, ২. মহম্মদ নাসিম, ৩. রাজা। এদের মধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন একজন, তার নাম মহম্মদ ওয়াসিম। বাকি দুজনকে এখনো গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ৪০১এ ধারা দেওয়া হয়েছে । অবৈধ নির্মাণের জন্য কলকাতা পৌরসভা অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃত প্রোমোটার পুলিশের জেরায় আরও জানিয়েছেন, এই বিল্ডিং-এর কাজ চলছিল। ওপরে দেওয়াল গাঁথুনির কাজ চলছিল। মহম্মদ ওয়াসিমকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধে-রাতে এই নিয়ে লালবাজারে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। উপস্থিত ছিলেন সমস্ত ডিভিশনাল ডিসি সহ পুলিশের সব শীর্ষকর্তারা। বেআইনি নির্মাণ রুখতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন কমিশনার।

অন্যদিকে, নতুন করে বহুতলে ধস থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়, তাদের নাম আব্দুল্লাহ হোসেন ও নাসিমুদ্দিন শেখ। নাসিমুদ্দিনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার ছক্কানগর এলাকায়। প্রায় তিন মাস আগে নাসিমুদ্দিনের শ্যালিকার সঙ্গে বিয়ে করেন হুগলির আবদুল্লাহ হোসেন। বিয়ের পর থেকে রানিতলা থানার জীবনপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন আবদুল্লাহ। গত সপ্তাহ তিনেক আগে দুই ভাইরা ভাই একসঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রওনা দেয়। গর্ডেনরিচের সেই বহুতলের তিন তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন তারা। রবিবার গভীর রাতে সেই বহুতল ভেঙে পড়ে। মৃত নাসিমুদ্দিনের গর্ভবতী স্ত্রী সহ তিনটি সন্তান রয়েছে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহর পরিবারে রয়েছে সদ্য তিন মাস আগে বিয়ে করা স্ত্রী। মৃত্যুর খবর আসার পর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। স্বামীর মৃত্যুর পর কিভাবে সংসার চালাবে তা নিয়ে চিন্তিত দুটি পরিবার। প্রশাসনের কাছে আর্থিক সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন তারা। অন্যদিকে একই সঙ্গে দুই মেয়েকে স্বামী-হারা হতে দেখে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে মৃত নাসিমুদ্দিন ও আবদুল্লাহর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা।

আমেথিতে 'রাস্তা না হলে ভোট নয়' পোস্টার স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে

আপনজন ডেস্ক: গত লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে জিতে আমেথির উন্নয়নের পথিকৃত হিসেবে নিজেকে জাহির করেছিলেন বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি। সেই স্মৃতি ইরানির খাসতালুক আমেথিতে লোকসভা নির্বাচনের আগে পোস্টার পড়ল, রাস্তা না হলে ভোট নয়। আমেথির গৌরীগঞ্জ তহসিলের গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামের বাইরে "নো রোড, নো ভোট" লেখা একটি ব্যানার লাগিয়েছেন, যা তাদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সোমবার জামো ব্লকের সারমেনি গ্রামে পুরে আলপি তিওয়ারি জনপদের বাইরে একটি ব্যানার নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা স্লোগান দিতে থাকেন। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভা আসনটি দখল করার আগে পর্যন্ত নেহরু-গান্ধি পরিবার ভিভিআইপি কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত আমেথিতে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। গৌরীগঞ্জের এসডিএম দিগ্বিজয় সিং মঙ্গলবার বলেছেন, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের তথ্য পাওয়া গেছে এবং আরও তদন্তের পরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এই জনপদের এক বাসিন্দা ওমপ্রকাশ ওঝা সাংবাদিকদের বলেন, গ্রাম সংলগ্ন এলাকার সঙ্গে সংযোগকারী সাতটি ছোট রাস্তা থাকলেও সবকটিই কাঁচা। গ্রামে ঢোকার অভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে অন্যত্র করতে হয়। বৃষ্টির সময় এখানে বাইকও চলাচল করতে পারে না। এমনকী নিকাশি ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন, পানীয় জলের কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। আরেক স্থানীয় রাম অভিলাষ বলেন, আমরা ক্রমাগত অভিযোগ জানালেও সুরাহা হয়নি। তাই সবাই মনস্থির করেছি যে যতক্ষণ না পাকা রাস্তা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচন বয়কট করব।

ইস্তফা দিলেন গুজরাতের বিজেপি বিধায়ক

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের আগে গুজরাত বিজেপি জোর দাক্কা খেল। বিজেপি বিধায়ক কেতন ইনামদার মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, 'আত্মসম্মান' এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কেতন ইনামদার ভাদোদরা জেলার সাভলি কেন্দ্র থেকে তিনবারের বিধায়ক। কেতন ইনামদার আরও বলেন, তার পদক্ষেপ কোনও চাপের কৌশলের অংশ নয়। বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর চৌধুরীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। বিবেকের তাড়নাই পদত্যাগের তার কারণ। এর আগেও তিনি ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বিধানসভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিধানসভার তৎকালীন স্পিকার তা গ্রহণ করেননি। মঙ্গলবার পদত্যাগের পর ইনামদার সাংবাদিকদের বলেন, এটা কোনো চাপের কৌশল ছিল না। বিজেপি নেতা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি অনুভব করেছি যে দল তরুণ ও বয়স্ক কর্মীদের যত্ন নিচ্ছে না। এ বিষয়ে দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছি। যেমন আমি ২০২০ সালে বলেছিলাম, আত্মসম্মানের চেয়ে বড় কিছু নেই। তার দাবি, এই কণ্ঠ একা কেতন ইনামদারের নয়, দলের প্রতিটি কর্মীর। ২০২০ সালে পদত্যাগ করার পরে, ইনামদার দাবি করেছিলেন যে শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা এবং মন্ত্রীরা তাকে এবং তার নির্বাচনী এলাকাকে উপেক্ষা করছেন এবং অনেক বিজেপি বিধায়ক তার মতো হতাশ বোধ করছেন। কেতন ইনামদার ২০১২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রথম জয়লাভ করেন। তিনি পরে বিজেপিতে যোগ দেন এবং ২০১৭ ও ২০২২ সালেও বিধায়ক হন।

মোদির প্রচার সরকারি অনুদানের টাকায়, অভিযোগ বিরোধীদের

আপনজন ডেস্ক: বারাণসী থেকে বিজেপি প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল ব্যবহার করে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লেখা চিঠিতে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর ১৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের কর্মসূচির কথা তুলে ধরে ভোটারদের কাছে পৌঁছেছেন। তৃণমূল নেতার দাবি, ১৫ মার্চ ভোটারদের চিঠি আকারে এই বার্তা দিয়েছেন মোদি। ডেরেকের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ব্যবহার করে, বিজেপি ভারত সরকারের পাঠানো একটি বার্তার আড়ালে জনগণের কোষাগারের খরচে উপরোক্ত চিঠিটি জারি করা হয়েছে। এই ধরনের গণ প্রচার বিজেপি এবং মি. মোদির পক্ষে ভোটারদের কাছে আবেদন ভারতের নির্বাচন

কমিশনের নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করেছেন, বিজেপি ও তার প্রার্থী মোদীকে সরকারি কোষাগারের বিনিময়ে ভবিষ্যতে প্রচার থেকে বিরত থাকতে এবং চিঠি প্রত্যাহারের জন্য যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হোক।

ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, ভোটারদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পাঠানোর খরচও বিজেপি ও মোদির অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্যদিকে, পিএম কেয়ারস তহবিল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, কোভিড -১৯ মহামারী শুরু হওয়ার চার বছর পরেও এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে কেন তহবিল

গঠন করা হয়েছিল, কারা এর দাতা এবং কেন এর প্রশাসনিক কাঠামোতে এত "স্বচ্ছতার অভাব" রয়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা কমিউনিকেশনস ইনচার্জ জয়রাম রমেশের অভিযোগ, মোদী সরকারের ইতিহাস দেখে যে কেউ অনুমান করতে পারেন যে স্বচ্ছতার অভাব ইচ্ছাকৃতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছামতো ব্যয় করার জন্য একটি অপ্রয়োজনীয় তহবিল দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এক্স-এ একটি পোস্টে রমেশ লিখেছেন, পিএমকেয়ারগুলি মোট কত তহবিল পেয়েছে এবং দাতাদের নাম কখনই জানানো হয়নি। সেই অনুদানের টাকা মোদি ইচ্ছা মতো ব্যবহার করছেন।

সিএএ: ৩ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে জবাবের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিধি, ২০২৪ বাস্তবায়নের উপর স্থগিতাদেশের আবেদনের জন্য মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে তিন সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ ৯ এপ্রিল এ বিষয়ে পুনরায় শুনানি শুরু করতে বলেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বেঞ্চকে বলেছিলেন, ২০টি পিটিশনের জবাব দেওয়ার জন্য তাদের চার সপ্তাহের প্রয়োজন। আবেদনগুলি নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন-এর সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আবেদন নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত নিয়মগুলির উপর স্থগিতাদেশ চেয়েছে।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টকে বলেছেন, সিএএ কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না। তিনি বলেন, আবেদনকারীদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, যারা দেশত্যাগ করেছেন তাদের জন্য এই আইন। মেহতা জোর দিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র অমুসলিম অভিবাসীরা যারা ২০১৪ সালের আগে ভারতে এসেছিলেন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, এবং কোনও নতুন নাম যুক্ত করা হবে না।

ডিজিপি পদে বিবেক নয়, সঞ্জয় মুখার্জি

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিরেক্টর হিসেবে বিবেক সহায়কে নির্বাচন করার পর ফের পরিবর্তন করল। রাজ্য সরকারের সুপারিশ হিসেবে যে তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সঞ্জয় মুখার্জির নামও। বিবেক সহায় কর্মজীবনের মেয়াদ ৩১ মে শেষ হচ্ছে, তাই বিকল্প হিসাবে সঞ্জয় মুখার্জির নামে সিলমোহর দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিবেক সঞ্জয়কে দায়িত্ব হস্তান্তরও করেন।

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 38 Years

জাকাতের আবেদন

প্রিয় সাথী

আসসালামো আলায়কুম

রাজ্য জুড়ে আল-আমীন মিশনের ৭২-টি ক্যাম্পাসে আবাসিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন ২০ হাজারের ওপর। মোট পড়ুয়ার ২৫ শতাংশেরও বেশি নেওয়া হয় নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে। এদের মধ্য থেকেই এ-বছর সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েছে ৯৪ জন, বি.ডি.এস.-এ ১৯ জন, উচ্চ-মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৯৮ জন এবং মাধ্যমিকে ৫৪২ জন। এ-ছাড়াও আল-আমীনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা শত শত এতিম আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সারাদেশ ও পৃথিবীজুড়ে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৭০০-রও বেশি এতিম ছাত্র-ছাত্রী আল-আমীনের বিভিন্ন শাখায় থেকে পড়াশোনা করছে।

এই প্রকল্পের আর্থিক দায় কয়েক কোটি টাকা, যা জাকাত থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতি বছরই এই খাতে থেকে যায় বিরাট ঘাটতি।

অতীতে অনেকেই আপনারা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। তাই, এ-বছরও আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি যে, আপনারা আপনাদের জাকাতের একটা অংশ যেমন ₹ ১০০/২০০/৫০০/১০০০/২০০০/...+ এই ফান্ডে দান করবেন এবং মিশনের শুভ প্রকল্পটি চালু রাখতে সহায়তা করবেন। আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ গঠনে সাহায্য করবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনি সরাসরি জাকাত পাঠাতে পারেন

Bank Details
Name: **Al-Ameen Mission Trust**
A/C No.: **2618 0100 1068**
ICICI Bank, Bagnan Branch
IFSC- ICIC0002618

অথবা

Scan & Pay

জাকাত পাঠিয়ে বিশদ তথ্য 83730 58744 / 94346 20920 নাম্বারে SMS/ WhatsApp মারফত পাঠাতে অনুরোধ জানাই।

আপনার দান ভারতীয় আয়কর আইনের '৮০ জি' ধারায় আয়করমুক্ত।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি। আমীন।

১৭ মার্চ, ২০২৪

এম নুরুল ইসলাম | সাধারণ সম্পাদক | আল-আমীন মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৯৭৩৩৬ ৯৬০৫০, ৯৬০৯১ ২২৩৯৬
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭২২, ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৯৭৪৮৭ ৩৮০০২

প্রথম নজর

গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজ বন্ধ করলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজে বালির বস্তা ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের দেবীদাসপুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় কাজ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজে বালির বস্তায় অল্প পরিমাণ বালি নিয়ে আসা হচ্ছে। বারবার কন্টাকটারকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আর তারই প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। কম্পিউটার কাটা নিয়ে এসে বালির বস্তা ওজন করে দেখেন তারা। বালির বস্তাতে মাত্র ১২ থেকে ১৫ কেজি করে বালি রয়েছে বলেও অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অবিলম্বে গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ীভাবে সমাধানের দাবিতে সরব হন তারা।

আবু তাহেরের সমর্থনে কর্মীসভা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে নির্বাচনী কর্মীসভা করা হলো মুর্শিদাবাদ শহরের নাকুড়তলা ময়দানে। দুটি শহর মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এবং তিনটি ব্লক মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২ এর সকল নেতৃত্বদের নিয়ে এই কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা তথা শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার পৌরপিতা প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ জেলা নেতৃত্ব এবং তিনটি ব্লক ও দুটি শহরের সংগঠনের নেতৃত্বরা।

তিন বছর বন্ধ থাকার পর পরিস্রুত জল সরবরাহের কাজ শুরু

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের পাইপ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায়। বঞ্চিত হয়ে পড়ে একটি গ্রাম।দু ই কিলোমিটার দূর থেকে ট্যাপের জল বয়ে নিয়ে আসতেন এলাকার মানুষজন।তিন বছর পর শুরু হল সেই পাইপ বসানোর কাজ।খুশি এলাকার মানুষজন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,চাঁচলগামী ৩১ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা পিএইচই র জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বসানো জল সরবরাহের পাইপ ভেঙে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাড়িয়াল গ্রামের প্রায় তিন হাজার মানুষ।দীর্ঘ তিন বছর ধরে দুই কিলোমিটার দূরে তুলসীহাটা এলাকা থেকে টেপের জল বয়ে নিয়ে আসতেন তারা।কেউ কেউ আবার অগভীর নলকূপের জল পান করতেন। এতে চরম সমস্যায় পড়েছিলেন এলাকার মানুষজন। পিএইচই দপ্তর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাধিকবার লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়ে ছিলেন তারা।দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মঙ্গলবার থেকে শুরু হল সেই পাইপ বসানোর কাজ।স্থানীয় বাসিন্দা আবুল হোসেন আশরাফি বলেন,'পাইপ লাইন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে চরম সমস্যায় পড়েছিল রাড়িয়াল গ্রামের মানুষজন।প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাধিকবার জানানো হয়েছিল। জাতীয় সড়ক মেরামতের কারণে থমকে ছিল কাজ। এলাকার মানুষ বাধ্যতা মূলক অগভীর নলকূপের জল পান করতেন।সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল।' তুলসীহাটা পিএইচই'র ভালভ অপারেটর অতুল সাহা বলেন, তুলসীহাটা পিএইচই থেকে জল সরবরাহ হতো গ্রামটিতে। তিন বছর ধরে বন্ধ ছিল। নতুন করে আবার পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।

বসিরহাটে অভিষেকের জনসভার প্রস্তুতি তুঙ্গে

মনিরুজ্জামান ● বসিরহাট

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আজ বুধবার জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসিরহাটের মাঠে। এই জনসভাকে সফল করার লক্ষ্যে কোনও রকম খামতি রাখতে চাইছে না উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম সহ জেলার আরও চারটি কেন্দ্রের প্রার্থী দমদম কেন্দ্রে অধ্যাপক সৌগত রায়,বারাসাত কেন্দ্রে ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বারাকপুর কেন্দ্রে পার্থ ভৌমিক, বনগাঁ কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনেবুধবার বেলা ২টায় বসিরহাট বিএসএসএ মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা আয়োজন করেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার সভার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হাজির ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, বসিরহাটের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। তাই সভা সফল করতে তৃণমূল কর্মীরা প্রস্তুত। এদিন উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এরেকেএম ফারহাদ, কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন,কর্মাধ্যক্ষ সাহানুর ইসলাম,বাদল মিত্র,বসিরহাট পৌরসভার পৌরপ্রধান অদিতি মিত্র, সোমনাথ দাস,অভিজিৎ ঘোষ, মেসকাত, ইয়াকুব আলী, অভিষেক প্রমুখ।

পাঁচ বছরে লকেট হুগলিতে কি কি করেছেন জানতে চাই: রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: পাঁচ বছরে উনি কি কি করেছেন আমরা জানতে চাই, জনসংযোগে গিয়ে বললেন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।চন্দননগর বরাইচণ্ডীতলার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন রচনা। সেখানে ফুল সন্দেশ ও কাপড় দিয়ে পুজো দেন। তার নামে সংকল্প করেই পূজা হয়। হুগলি লোকসভার সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী । পরে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মোল্লা হাজী বাগান মসজিদে গিয়ে চাদর চড়ান। অভিনেত্রীকে একবার দেখতে বহু মানুষ হাজির হয়েছিলেন রাস্তার দু-পাশে। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি ফুলিঙ্গ ক্লাবে গিয়ে জনসংযোগ করেন। সেখানে ছিলেন বিধায়ক অসীমা পাত্র, বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন সহ জেলা নেতৃত্ব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রচনা বলেন, আমার বিধানসভা এলাকার ছয়টি বিধানসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই ঘুরেছি। সেখানে প্রচুর মানুষের সাড়া পেয়েছি। ইন্দ্রনীল সেন মঞ্চ থেকে দাবি করেছেন, তার বিধানসভায় বিধায়ক অফিসকেই এমপি অফিস করা হবে। সেখানেই সম্মতি দিয়েছেন রচনা। হুগলির প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের একাধিক অভিযোগ রয়েছে, বলে দাবি করেন রচনা। সেই কারণে থেকে হুগলি লোকসভা থেকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়লাভ করলে প্রতিটি বিধানসভায় সাংসদ অফিস থাকবে বলে জানান তিনি। কোন মানুষ যাতে পরিষেবা থেকে ফিরে না যায় সেই তার দিকে নজর রাখবো। মঙ্গলবার তিনি ফের বলেন, সকলকে একত্রিত হয়ে লড়াই করব এই লোকসভা থেকেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সমর্থন উৎসাহ আছে তাতে আমি জয়লাভ করবই। কোন বিধানসভায় যদি খামতি থাকে তাহলে অবশ্যই বসে মেটাবার চেষ্টা করব। তিনি বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, হুগলি লোকসভায় কোন কাজ হয়নি। আমি জানতে চাই তিনি পাঁচ বছরে কি কি কাজ করেছেন ? সাধারণ মানুষ জানেনই না ১৭ কোটি টাকা উনি কোথায় খরচ করেছেন। লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে বলছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন তৃণমূল দলে তিনি জানেন না ।তৃণমূলে কত দুর্নীতি আস্তে আস্তে তিনিও জানতে পারবেন। সেই প্রসঙ্গে রচনা বলেন, লকেট বলছেন বলেই তৃণমূল দলে দুর্নীতি এটা আমি মেনে নেব না। আমার দল দুর্নীতিযুক্ত এটা মানতে পারছি না।

ডানকুনিতে সভা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: চন্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা হল ডানকুনি পৌরসভা সংলগ্ন মাঠে। ওই জনসভার আয়োজনে ছিলেন চন্ডীতলা১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি, সহ-সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান কর্মাধ্যক্ষরা। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার। এছাড়া ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ লাহা ছাড়াও হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁঝালো বক্তব্য দেন। তিনি কেন্দ্রের শাসক দলের কড়া সমালোচনা করে গর্জে ওঠেন। তৃণমূলকে এবারও জয়ী করার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই অটো

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার এইচপিএল লিঙ্ক রোডে ডাম্পারের ধাক্কায় নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই অটো। অটোটি ভর্তি যাত্রী সহ যখন যাচ্ছিল তখন ডাম্পারটি ধাক্কা মারে। ডাম্পারের ধাক্কায় ৪-৫ জন যাত্রী জখম হয়েছেন বলে জানা যায়। ৪টে ৫৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। মার্কস অয়েল কারখানার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা অটোর পিছনে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। অটোটি দুর্গাচক থেকে সিটিসেন্টারের দিকে আসার সময় কারখানার এক কর্মীকে নামানোর জন্য দাঁড়িয়েছিল এমন সময় বিপত্তি।

পরীক্ষার্থীদের উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে স্বরূপনগরের কনকর্ড অ্যাকাডেমি

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ইংরেজিতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বাংলা মাধ্যমে যে সমস্ত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর আবাসিক প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে বর্তমানে জায়গা করে নিয়েছে স্বরূপনগরের প্রত্যন্ত গ্রাম রাঘবকাটিতে একেবারেই সবুজ প্রাকৃতিক মাঝে ২০১৯ সালে গড়ে ওঠা কনকর্ড অ্যাকাডেমি।

জানা গিয়েছে, ওই প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুসারে পাঠদান করা হয় পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উত্তরণের পথ দেখাতে সকল মেধাবী ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অর্ধ মূল্যে মিশনের যাবতীয় সুযোগ প্রদানেরও ব্যবস্থা রেখেছে মিশন কতৃপক্ষ। যুগোপযোগী মর্ডাণ টেকনোলজি ও মর্ডাণ এডুকেশন বিস্তারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশকে নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ আদর্শ মানুষ উপহার দিতে কনকর্ড অ্যাকাডেমির শিক্ষাদান পদ্ধতি একেবারেই ব্যতিক্রমী বলে জানান মিশনের মুখ্য দায়িত্বে থাকা রবিউল হোসেন খান। তিনি বলেন উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকদের তত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বেনজির সাফল্য পেয়েছে যা আমাদের কাছে গর্বের। মিশনের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য বেঙ্গল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকেও বিশেষ স্বীকৃতি মিলেছে। রবিউল বাবুর কথায় বিশেষ করে অ্যাকাডেমির নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী আবাসিক ছাত্রদের নিয়মমাফিক পড়াশোনা, শরীরচর্চা, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, নিয়মিত ক্লাস টেস্ট শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে তুলতে সহায়তা করছে। কম্পিউটার ল্যাব, আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। একাডেমির লাইব্রেরী, কম্পিউটার আগামীতে রাজ্যের তথা দেশের মানচিত্রে কনকর্ড অ্যাকাডেমি বিশেষ স্থান করে নেবে বলে মনে করছেন শিক্ষানুরাগীরা।

শতাব্দীর দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার পর চলছে দল বদলের খেলা

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দেওয়াল লিখন থেকেই সমর্থন কাদের দখলে এই নিয়ে টানা পোড়ন শুরু হয়েছে নলহাটি দু'নম্বর ব্লক এলাকার বান্দখালা গ্রামে। সরকারের নিয়ম অনুসারে বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়ে দেওয়াল লিখন করা উচিত। যদি অনুমতি না থাকে সেটা আইনত অপরাধ।

গত দু'দিন আগে বান্দখালা গ্রামের সাহেব সেখের বাড়িতে দেওয়ালে দেখা যায় লোক সভা নির্বাচনী প্রচারে শতাব্দী রায়ের নামে দেওয়াল লেখা হয়েছে। বাড়ির মালিকের দাবি দেওয়াল লেখার জন্য তার কাছে কোন অনুমতি নেননি। ফলে সাহেব সেখ অন্য রং দিয়ে দেওয়াল মুছে ফেলছেন এমন একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অভিযোগ, পরক্ষনেই শাসকদলের লোকজন তা দেখে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাকে তৃণমূলে যোগদানের জন্য দলীয় পতাকা তুলে দেন। যদিও তার দাবি তিনি আদতে কংগ্রেস কর্মী। এটা তার দলীয় নেতাদের জানান দিতে কংগ্রেস নেতা তাইজুদ্দিন মন্ডলের হাত ধরে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ফের তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসে এবং তৃণমূলে প্রকাশ্যে যোগ দিলেও মানুষ কাদের পক্ষে। সেই দেওয়াল লিখনটাকে পড়তে পারছে। এই নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে নলহাটি দু'নম্বর ব্লক এলাকায়।

দেওয়াল লিখন কি জোটের পক্ষে। কারণ জোট এখনো পর্যন্ত তাদের প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। বিদায়কে তিনবারের সাংসদ শতাব্দী রায়।

তিনি কিন্তু প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে। তাই দেওয়াল লিখন কাদের পক্ষে যাবে এটাকে নিয়ে এখন জোর আলোচনা ও জোর গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে চলছে দল বদলের খেলা।

আধিকারিকদের নিয়ে রুট মার্চ রানাঘাটে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের একাধিক স্পর্শকাতর জায়গা গুলিতে এবার পাখির চোখ নির্বাচন কমিশনের। সেই মতো স্পর্শ কাতর বুথ কেন্দ্রগুলি থেকে শুরু করে জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গেছে কেন্দ্র বাহিনীর রুট মার্চ। যদিও এই রুট মার্চে রাজ্য পুলিশের ভূমিকাও রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শান্তিপুর শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রানাঘাট পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে রুটমার্চ করল কেন্দ্র বাহিনী জাওয়ানেরা। পা মেলান নদীয়া জেলা জেলাশাসক এস অরুনপ্রসাদ, রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমারসানী রাজ, মহকুমা শাসক রৌনক আগরওয়াল, শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মালাকার, শান্তিপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সন্দীপ ঘোষ। যদিও রুটমার্চের মধ্যে দিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আধিকারিকরা, পাশাপাশি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন মানুষের কাছ থেকে। তবে জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে পেয়ে যথেষ্ট খুশি স্থানীয় মানুষজন। রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমারসানী রাজ জানান,ইতিমধ্যে সমস্ত জায়গায় রুটমার্চ শুরু হয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করব এই রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। আর যদি তার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে আগে থাকতেই আমরা তৈরি আছি। যদিও সাধারণ মানুষ কে যে কোন ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। অন্যদিকে জেলাশাসক এস অরুনপ্রসাদ জানিয়েছে,এখন থেকে দফায় দফায় চলবে কেন্দ্র বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের রুট মার্চ।

বিজেপি প্রার্থীর প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: "এলাকায় লিড বেশি দিলে পরবর্তীতে এমপি ল্যাডে বেশি কাজ হবে" দলের কর্মী ও ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিতর্কে বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। বিধি ভেঙে বিজেপি প্রার্থী প্রলোভন দেখাচ্ছেন দাবী করে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাচ্ছে তৃণমূল। যে বুথে দলের কর্মীরা ভালো কাজ করবে সেই বুথে বেশি লিড আসবে। আর লিড বাড়লেই পরবর্তীতে সেই এলাকায় সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে মিলবে বাড়তি কাজ। সেখানে অর্থ বরাদ্দও বেশি হবে। সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পুয়াবাগান এলাকায় দলের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাওয়াই দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার পদ্ম প্রার্থী সুভাষ সরকার। পরে তাঁর দাবী যেখানে যেমনটা প্রয়োজন তেমনই বরাদ্দ করা হবে। তবে যে এলাকায় ভোটে লিড বেশি হবে সেই এলাকায় ইনসেন্টিভ হিসাবে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের বাড়তি অর্থ বরাদ্দ মিলবে। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর দাবী নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী এমন প্রলোভন দেখানো যায়না। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হবে।

বিধায়কের উপস্থিতিতে মঞ্চে ভুল জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন দলের নেতা

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: শনিবার লোকসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার প্রস্তুতি শুরু হয়েগিয়েছিল। প্রচারের উত্তাপ ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতেও। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছে ডাঃ শর্মিলা সরকার। রবিবার মেমারি শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী সহ অন্যান্যরা। সভামঞ্চে মাইক হাতে ছিল মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আশিষ ঘোষ দোস্তিদার, সঙ্গে ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অচিন্ত্য চ্যাটার্জী, মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ মিনহাজউদ্দিন, মেমারি শহর জয়হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন সভাপতি অজিত সিং ছাড়াও মেমারি পৌরসভার কয়েকজন কাউন্সিলর। আর সেই মঞ্চেই উঠল জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করার অভিযোগ। তাল কাটল, একবার, দুবার, তিনবার। প্রথমে মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আশিষ ঘোষ দোস্তিদার, "বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা, উচ্ছল জলধিতরঙ্গ" লাইন বাদ দিয়ে পরের লাইনে চলে যান। দ্বিতীয় ভুল হয় "জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে" র পরিবর্তে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' বলেন। ঠিক সেই সময় মেমারি শহর জয়হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন সভাপতি অজিত সিং পরিস্থিতি সামাল দিতে এলে তৃতীয় ভুল করেন তিনি। "জয় হে, জয় হে, জয় হে," বলার পর থেমে যান, "জয় জয় জয়, জয় হে" আর উচ্চারিত হল না। তার পর ২০ সেকেন্ডের বিরতিকর বিরতির পর স্লোগান ওঠে দলীয় স্লোগান।

জনসংযোগ ও দেওয়াল লিখনে প্রচার সাজদার

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: প্রার্থী ঘোষণার পর মঙ্গলবার দেওয়াল লিখন ও জনসংযোগের মাধ্যম দিয়ে উলুবেড়িয়া'য় প্রচারের প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া পেলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা প্রার্থী সাজদা আহমেদ।

মঙ্গলবার দুপুরে উলুবেড়িয়া পৌরসভার ২৭ নং ওয়ার্ডের স্টেডিয়াম মাঠ সংলগ্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন এবং ওই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকাতে প্রথম নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন প্রার্থী সাজদা। এরপর পৌর এলাকার ২৬,২৮,৩১ ও ৩২ নং ওয়ার্ড এবং রঘুদেবপুর ও খলিসানী অঞ্চলেও জনসংযোগ করেন প্রার্থী ।এদিন সাজদা-র সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান (কোচন),উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর শেখ,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জুবের আলম প্রমুখ।

প্রথম নজর

ভারী বৃষ্টিতে সৌদিতে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি, বন্ধ স্কুল

আপনজন ডেস্ক: প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যায় সৌদি আরবে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনা দেশটিতে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যার কারণে জারি করা হয়েছে আগাম সতর্কতাও।

মঙ্গলবার দুবাই ভিত্তিক গণমাধ্যম গালফ নিউজ জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। রাজধানী রিয়াদ, জেদ্দা ও রাজ্যজুড়ে আরও কয়েকটি শহরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আবহাওয়ার এই বিপর্যয়ের ফলে মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) রিয়াদ, কাসিম, হাফর আল বাতিন ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি অঞ্চলে অনেক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে।

সৌদির বিভিন্ন রাজ্যে (বিশেষত উত্তর তাবুক অঞ্চলে) ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করেছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র (এনসিএম)। প্রবল বাতাস, শিলাবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার আশঙ্কার ব্যাপারে জারি করা হয় এই সতর্কতা। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মদিনা, মক্কা, তাবুক এবং বেশ কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে ধূলিঝড় ও শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয় এনসিএম। সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

এদিকে আগামী বুধবার পর্যন্ত দেশটির বেশিরভাগ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলেও আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস রয়েছে। গত শুক্রবার রিয়াদের পশ্চিমে অবস্থিত আফিফ মরুভূমিতে শিলাবৃষ্টির পর তুষারে ঢেকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটিকে ‘অপ্রত্যাশিত’ ও ‘নজিরবিহীন’ উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেন অনেকেই।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক হেনরি ক্লাসেন

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক হেনরি ক্লাসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হেনরি ক্লাসেন এবার রমজানের প্রথম রোজা পালন করেছেন, তারাবিহ নামাজ পড়েছেন এবং শীঘ্রই ওমরাহর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রফেসর হেনরি ক্লাসেন নিজের নতুন নাম রেখেছেন আবদুল হক। এই নামকরণের কারণ সত্য জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম।

হেনরি ক্লাসেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, একজন নেতৃস্থানীয় স্টেম সেল বিজ্ঞানী এবং বংশগত অন্ধত্বের চিকিৎসার জন্য একটি স্টেম সেল ওষুধের উদ্ভাবক। যা সম্প্রতি মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাজায় চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনের সময় ফিলিস্তিনিদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন পেশার সেলিব্রিটিসহ হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন।

উন্মুক্ত করা হল মদিনার ঐতিহাসিক আল ফকির কূপ

আপনজন ডেস্ক: মদিনার ঐতিহাসিক আল ফকির কূপটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এটি দীর্ঘ ১৪ শতাব্দিকালের স্মৃতিবিজড়িত কূপ। এর বিশেষ তাৎপর্য হলো, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতার স্মারক। কূপটি মদিনার আল-আলিয়া জেলায় অবস্থিত। নববী স্মৃতিবিজড়িত আরো নানা স্থাপনার সাথেই কূপটির বসবাস। মূলত ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার হুইল ব্যবহার করে তিন-মিটার ব্যাসের কূপ থেকে পানি তোলা হয়েছিল। পরে সেখানে পাম্প প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

বর্তমানে আল-ফকির কূপটি আল-মদিনা অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ও বিকশিত হচ্ছে। কূপটি ছাড়াও ওই অঞ্চলে একটি পুল এবং জলাধার চ্যানেল রয়েছে। সেগুলোর সাহায্যে আশপাশের বাগানগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাথান উপত্যকার পানিও সেগুলোতে সিঞ্চন করা হয়।

সৌদি প্রেস এজেন্সির নথিভুক্ত সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে। একটি এক মিটার-উচ্চ লোহার বেড়া এখন কূপ এবং এর চ্যানেলগুলোকে ঘিরে রেখেছে। এছাড়া চ্যানেল ও প্রধান প্রবাহগুলোকে স্থানীয়ভাবে উৎসারিত আগ্নেয় পাথর দিয়ে সতর্কতার সাথে মজবুতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কূপের আসল চেহারা সংরক্ষণের জন্য পুনরুদ্ধারের কাজ করা হয়েছিল।

রাফাহতে ইসরায়েলের হামলার ব্যাপারে বাইডেনের আপত্তি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সেনাদের টানা পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে চলমান হামলা ও অভিযানে বিপর্যস্ত গাজা উপত্যকাটির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুদ্ধপীড়িত ফিলিস্তিনিরা আশ্রয় নিয়েছেন রাফাহ শহরে। গাজার জনবহুল এ অংশটিতে হামলার পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছে ইসরায়েল। এরই মধ্যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে রাফাহতে হামলার অনুমতিও দিয়েছে নেতানিয়াহু প্রশাসন। তবে এই হামলার ব্যাপারে এবার আপত্তি তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র।

রাফাহতে হামলা ভুল পদক্ষেপ হবে বলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে গত এক মাসে প্রথমবারের মতো সোমবার ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেখানে নেতানিয়াহুকে বাইডেন বলেছেন, গাজার রাফাহতে বড় আকারের স্থল আক্রমণ চালানো হবে একটি ভুল।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইসরায়েলের রাফাহ আক্রমণের পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য ‘বিকল্প পদ্ধতি’ নিয়ে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে সিনিয়র ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য বাইডেনের অনুরোধে সম্মত হয়েছেন নেতানিয়াহু।

এর আগে সর্বশেষ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ফোনে কথা বলেছিলেন বাইডেন ও নেতানিয়াহু। আর এরপর থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির সংখ্যা এবং গাজায় দুর্ভিক্ষের বিষয়ে জাতিসংঘের সতর্কতা এবং অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটিতে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির সমালোচনায় ক্রমশ সোচ্চার হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এমনকি নেতানিয়াহু ইসরায়েলের ক্ষতি করছেন বলেও চলতি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্তব্য করেন জো বাইডেন।

এদিকে বাইডেন রাফাহতে ইসরায়েলের বড় পরিসরের সামরিক অভিযান পরিচালনার সম্ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বলে সোমবার এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। সুলিভান বলেন, সেখানে বড় আকারের স্থল অভিযান পরিচালনা করা হলে তা হবে একটি ভুল, এটি আরো নিরীহ বেসামরিক মানুষের মৃত্যু ঘটাবে। এরই মধ্যে বিরাজমান ভয়াবহ মানবিক সংকটকে আরো খারাপ অবস্থায় নিয়ে যাবে, গাজায় নৈরাজ্যকে আরো গভীরে নিয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলকে আরও বিচ্ছিন্ন করবে।

বাইডেন নেতানিয়াহুকে ওয়াশিংটনে সামরিক, গোয়েন্দা ও সাহায্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সিনিয়র দলও পাঠাতে বলেছেন। নেতানিয়াহু এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন জানিয়ে সুলিভান বলেন, ইসরায়েলের বর্তমান রাফাহ পরিকল্পনা সম্পর্কে মার্কিন উদ্বেগ শুনতে এবং হামাসকে লক্ষ্যবস্তু করে অভিযানের বিষয়ে বিকল্প একটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে ইসরায়েলি প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন যাবেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের একটি হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েলি সেনারা। হামাস উৎখাতের নামে টানা ৫ মাসের বেশি সময় ধরে চলা এ হামলা-অভিযানে প্রায় ৩২ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন এ পর্যন্ত, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, দখলদার রাষ্ট্রের সেনাদের টানা হামলায় প্রায় ধ্বংস্তূপে পরিণত গাজা উপত্যকাতে উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় ১৯ লাখ মানুষ। এর মধ্যে ১৩ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন রাফাহতে। এবার জনবহুল এ শহরটিতে রাফাহতে হামলার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল।

গাজায় হামাসের শীর্ষ কমান্ডার নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান অভিযানে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার এবং সামরিক শাখা উপ প্রধান মারওয়ান ইসা নিহত হয়েছেন। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা বিয়ষক উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসরায়েলি হামলায় হামাসের যেসব নেতা নিহত হয়েছেন তার মধ্যে ইসা সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করেনি গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীটি। সোমবার (১৮ মার্চ) মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন।

ইসরায়েলি মিডিয়ার দাবি, মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের নিচে একটি টানেল কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হয় গত সপ্তাহে। ওই হামলায় নিহত হন মারওয়ান ইসা।

হামাসের সামরিক শাখা ইজেদিন আল-কাসাম ব্রিগেডের ডেপুটি কমান্ডার ইসা ছিলেন ইসরায়েলের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড। আগে থেকেই এই হামাস নেতাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নও কালো তালিকাভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গত ৭ অক্টোবরের হামলার পেছনে তাকে অন্যতম হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। যে হামলায় প্রায় ১২০০ ইসরায়েলির মারা যায়। ওই হামলার জেরেই শুরু হয় এই যুদ্ধ। ইসা প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার সময় পাঁচ বছর ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি ছিলেন।

৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হামাসের অনেক সিনিয়র নেতাকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এর আগে হামাসের রাজনৈতিক নেতা সালিহ আল-আরৌরি বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠ দাহিয়েতে বিস্ফোরণে মারা যান। ওই হামলার জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করা হয়।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলিভান জানান, হামাসের অন্য নেতারা গাজার হামাসের টানেল নেটওয়ার্কের গভীরে লুকিয়ে রয়েছেন বলে তারা ধারণা করছেন। তিনি জানান, হামাসের শীর্ষ নেতাদের খুঁজে বের করতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তারাও ন্যায় বিচার পাবে।

গাজায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ জানিয়েছে, উত্তর গাজায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এটা হয়েছে। ফিলিস্তিনের গাজায় গত পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ১৩ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে সংস্থাটি উল্লেখ করেছে।

ইউনিসেফ বলছে, গাজা উপত্যকায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা অনেক। ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কাতর এই শিশুদের অনেকেরই শরীরে কান্না করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। খবর আল-জাজিরার

গাজা সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ক্যাথেরিন রাসেল বলেন, আমি হাসপাতালের একটি শিশু ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম। ঐ ওয়ার্ডের শিশুরা মারাত্মক রক্তশূন্যতা আর অপুষ্টিতে ভুগছে। কিন্তু পুরো ওয়ার্ড একদম শান্ত ছিল। কারণ, অসুস্থ শিশুদের শরীরে কান্নার মতো শক্তি ছিল না। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গাজায় আরও হাজারো শিশু আহত হয়েছে। কিন্তু এসব শিশু কোথায় আছে আমরা সেটাও জানি না।

তিনি আরো বলেন, ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় যে পরিমাণ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, বিশ্বে আর কোনো সংঘাতে আমরা এমনটা দেখিনি। এদিকে, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে দুই বছরের কম বয়সী প্রতি তিনজন শিশুর একজন এখন মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাইজেরিয়ায় ৮৭ জনকে অপহরণ করেছে বন্দুকধারীরা

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ায় আবারো একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে ৮৭ জনকে অপহরণ করেছে বন্দুকধারীরা। স্থানীয় পুলিশ ও গ্রামবাসী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

রোববার রাতে কাদুনা রাজ্যের কাজুরায় বন্দুকধারীরা হামলা চালিয়ে তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছে। সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

নাইজেরিয়ায় চলতি মাসে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বড় ধরনের অপহরণের ঘটনা ঘটল। এর আগে গত ৭ মার্চ একটি স্কুল থেকে ২৮৬ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বন্দুকধারীরা।

নাইজেরিয়ার উত্তর এবং উত্তরপশ্চিমে প্রায়ই বন্দুকধারীরা গ্রামে ডাকাতি করে এবং গণঅপহরণ করে। জাতিসংঘ বলছে, ভয়াবহ নৃশংসতার কারণে এখানে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবু প্রতিদিনই এসব ঘটনা বন্ধে চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন। তবে যে হারে বন্দুকধারীরা নৃশংসমূলক হামলা চালাচ্ছে তাতে প্রেসিডেন্টকে অসহায় মনে হচ্ছে।

কাদুনা পুলিশের মুখপাত্র মানসুর হাসান বলেন, রোববার কাজুরাতে বন্দুকধারীরা হামলা চালায়। ওই গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

পাপুয়া নিউ গিনিতে বন্যা, নিহত ২৩

আপনজন ডেস্ক: পাপুয়া নিউ গিনির পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বর্ষণের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সেখানে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট ভেসে গেছে।

জাতীয় দুর্যোগ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লুসেটম্যান সোমবার জানান, নিহতদের মধ্যে এক মা ও শিশু রয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সেখানের অনেক এলাকার লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৯	৫.৪০
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

কেনিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় ১১ শিক্ষার্থী নিহত

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়ার একটি ব্যস্ত মহাসড়কে ট্রাকের সাথে দেশটির শীর্ষ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাসের ভয়াবহ সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ জন। সোমবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে ওভারটেক করতে গিয়ে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। কেনিয়াটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাসটিতে করে উপকূলীয় শহর মোম্বাসায় যাওয়ার পথে রাজধানী নাইরোবি থেকে ৩৬০ কিলোমিটার (২২০ মাইল) দূরে মংগুতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রাখাইনে আরেক শহর দখলে নিল আরকান আর্মি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের জান্তা সরকারের কাছ থেকে রাখাইন রাজ্যের রাথিডং শহর দখলে নিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। দুই সপ্তাহের তুমুল লড়াইয়ে টিকতে না পেরে গত রোববার রাতে জান্তা বাহিনীর অন্তত ২০০ সেনাসদস্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেছেন।

আরাকান আর্মির বরাতে ইরাবতীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জান্তাবাহিনী তাদের দখলে থাকা এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কন্সক্রিপশন (সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য) আইনের আওতায় যোগ দেওয়া রোহিঙ্গাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। স্থল ও সমুদ্রপথের পাশাপাশি আকাশপথেও বোমাহামলা চালাচ্ছে। তবে রাথিডংয়ে টিকতে পারেনি জান্তা বাহিনী।

এতে আরো বলা হয়, আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা লড়াইয়ে হেরে জান্তার তিনটি আলাদা পদাতিক বাহিনীর সদর দপ্তরে মোতায়েন করা অন্তত দুই শ’ সেনা সদস্য নৌকাযোগে পালিয়েছেন। যাওয়ার সময় অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেছেন তারা।

ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পুড়ছে ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ তাপদাহে পুড়ছে ব্রাজিল। রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে বিগত এক দশকের রেকর্ড ছাড়িয়ে তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে ৬২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তীব্র গরমে এরইমধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দাবদাহের তীব্রতা থেকে থেকে বাঁচতে সমুদ্র সৈকত আর সুইমিং পুলে ছুটে যাচ্ছেন শহরের বাসিন্দারা। শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত গোসলের পানি পাচ্ছেন না অনেকে। ব্রাজিলের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজধানী রিওতে সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ‘তাপ সূচক’ চলে গেছে ৬২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ব্রাজিল আবহাওয়া অফিসের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আবহাওয়াবিদ রাকুয়েল কোরিয়ে বলেন, গত বছরের নভেম্বরে রিওতে ৫৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অনুভূত হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তীব্র দাবদাহের কারণে রিও ডি জেনেরিওতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ ও বেশ কিছু অফিস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু আবহাওয়া অফিসের রেকর্ড করা তাপমাত্রা দিয়ে গরমের তীব্রতা বিচার করলে হবে না। এর সঙ্গে আদ্রতাসহ বেশ কিছু জিনিস বিবেচনায় নিতে হবে। সেসব জিনিস বিবেচনায় নিলে রিও ডি জেনেরিওর মানুষ এখন প্রায় সাড়ে ৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অনুভব করছে।

বহরমপুর আবাসিক মিশন (উঃমাঃ)
Run by : ABLe Public Charitable Trust
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী Estd.: 2023 বিজ্ঞান বিভাগ
ভর্তি চলছে
বালক ও বালিকা
আসন সংখ্যা
বালক-২০
বালিকা-২০

Website : www.berhamporeabasikmission.com
ভর্ত্তির জন্য যোগাযোগ করুন
8768172538 / 9614143944
9153180561 / 8001949985
লেক টাউন, ভাকুড়ী, বাবু হোটেলের বিপরীতে, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
BIOLOGY বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের জন্য উক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা, ৬ চৈত্র ১৪৩০, ৯ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্ব হাসিতেছে

সম্প্রতি রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের অধিক ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। বিপুল ভোট পাইয়াই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের চাইতে রাশিয়ার গণতন্ত্র আরো বেশি স্বচ্ছ ও বৈধ। তিনি মার্কিন ভোটিং পদ্ধতি লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, '(রাশিয়ার) এই ভোট যুক্তরাষ্ট্রের মেইল-ইন ভোটের মতো নহে, যেইখানে আপনি ১০ ডলার দিয়া একটি ভোট কিনিতে পারিবেন।' পুতিন আরো বলিয়াছেন যে, (যুক্তরাষ্ট্রে) যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে সমগ্র বিশ্ব হাসিতেছে। ইহা কেবল একটি বিপর্যয়, গণতন্ত্র নহে। পুতিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যুক্তরাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহার করা কি গণতান্ত্রিক? পুতিনের এই মন্তব্য মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লইয়া। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন চারটি ফৌজদারি মামলা রহিয়াছে। পুতিনের দিক হইতে পুতিন ভুল কিছু বলেন নাই বটে। প্রশ্ন হইল—পুতিনের মতো এত জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধেও প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট কাহারা দিল? তাহাদের এত বড় দুঃসাহস? ভোট কি একশত ভাগ পুতিনের পক্ষে পড়িলে উপযুক্ত হইত না? কিংবা একশত ভাগের অধিক! পুতিনের বিরুদ্ধে যেই প্রার্থী তিন জন ছিলেন, নিন্দুকেরা বলেন, তিন জনই নামমাত্র প্রার্থী। পুতিনের সমালোচনা করিবার কারণে অন্তত দুই জন প্রার্থীকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নির্বাচনের ব্যালটে পুতিন ছাড়া যেই তিন প্রার্থীর নাম রহিয়াছে, তাহাদের এক জন হইলেন নিকোলাই খারিতোনোভ। খারিতোনোভ নিজেও পুতিনকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। দেশটির পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ আরেক জন প্রার্থী। ভ্লাদিস্লাভও পুতিনপন্থি একজন রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত। এইভাবে পুতিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তিন জনই মূলত পুতিনের পক্ষেই কথা বলেন। তাহাদের সকলেই পুতিন-নিয়ন্ত্রিত। পুতিনের বিরুদ্ধে গেলে কী অবস্থা হইতে পারে, তাহার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নিহত হওয়া বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনি। তিনি ছিলেন রাশিয়ায় পুতিনের সবচাইতে বড় সমালোচক। দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকিবার পর গত মাসে কারাগারে মৃত্যু হয় নাভালনির। বিশ্লেষকরা এই জন্য বলেন, পুতিনের তিন আসলে এক। গণতন্ত্র কাহাকে বলে—তাহার নূতন সংজ্ঞা নিশ্চয়ই আমরা পুতিনদের নিকট হইতে শিখিতে পারি। পুতিনের দেশের নির্বাচনের মতো বিশ্বের অনেক দেশেই কথিত গণতন্ত্র রহিয়াছে। এই ব্যাপারে একটি গল্পের অবতারণা করা যায়। বক গিয়াছে শিয়ালের বাড়িতে দ্রুত ভক্ষণের প্রতিযোগিতায়। শিয়াল বককে দিয়াছে প্লেটে করিয়া খাইতে। বকের লম্বা ঠোঁট। সমতল প্লেট হইতে খাবার তুলিতে হিমশিম খাইতে থাকিল বক, আর মুহূর্তেই সব খাবার সাবাড় করিল শিয়াল। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না করিয়া এইভাবে যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে শিয়ালরা চিরকালই একপেশেভাবে জিতিয়া যাইবে; কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কাহাকে বলে, তাহার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত অন্তত একটি দেশের গত ২৫০ বত্সর ধরিয়া চলমান রহিয়াছে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই স্বাধীনতা লাভের পর ২৫০ বত্সর ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সগৌরবে টিকিয়া রহিয়াছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, উত্থান ঘটে নাই স্বৈরশাসকের। প্রশ্ন জাগিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন উত্থান ঘটে নাই কোনো স্বৈরশাসকের? কী রহস্য রহিয়াছে ইহার নেপথ্যে? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় আমেরিকান সংবিধান, তবে তাহা শতভাগ সঠিক নহে। সেইখানে রহিয়াছে বিশেষ দুইটি অলিখিত রীতিনীতি। উহার একটি হইল—পারস্পরিক সহনশীলতা। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হইল—প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বলিতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণের পর ক্ষমতাসীন কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করিয়া প্রতিপক্ষকে দমন না করা বুঝায়। আসলে পারস্পরিক সহনশীলতা হইতে জন্মে প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক হইবে, যখন সেইখানে পারস্পরিক সহনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বিদ্যমান থাকিবে। এখন সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট যদি মামলার শিকার হন এবং তাহার পরে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন—ইহার উভয় দিকই আইনের শাসনের সৌন্দর্য—যাহা যুক্তরাষ্ট্রেরই রহিয়াছে।

সুতরাং পুতিনের কথা শুনিয়া ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো বলিতে হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!'

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

যুক্তরাষ্ট্র না চিন, এবারে কোন দিকে যাবে পাকিস্তান?

৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) শাহবাজ শরিফকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এই নির্বাচনের পর তাঁকে একটি জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বড় ধরনের কারচুপি, সেনা হস্তক্ষেপ ও বিলম্বিত ফল ঘোষণা—এসব অভিযোগে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কালিমালিপ্ত হয়েছে। পাকিস্তানের ছককাটা যে গণতান্ত্রিক ইতিহাস, সেখানে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম ও অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রায় সব কটি দলই পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। লিখেছেন **সিতারা নূর..**

৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) শাহবাজ শরিফকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এই নির্বাচনের পর তাঁকে একটি জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বড় ধরনের কারচুপি, সেনা হস্তক্ষেপ ও বিলম্বিত ফল ঘোষণা—এসব অভিযোগে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কালিমালিপ্ত হয়েছে। পাকিস্তানের ছককাটা যে গণতান্ত্রিক ইতিহাস, সেখানে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম ও অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রায় সব কটি দলই পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

যা-ই হোক, নতুন সরকার দেশের ভেতরেই বিশাল রাজনৈতিক চাপে পড়তে চলেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নির্বাচনী প্রতীক কেড়ে নেওয়ার পর দলটির প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। জাতীয় সংসদে ৯৩টি আসন পেয়ে তাঁরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামনের দিনগুলোতে পার্লামেন্টের ভেতরে ও রাস্তায়—দুই জায়গাতেই পিটিআই গরম করে রাখবে।

ক্ষমতাসীন পিএমএল-এনের জোটসঙ্গী পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) খুব হিসাবি সিদ্ধান্তে সরকারের কোনো পদ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। সামনে যে কঠিন চ্যালেঞ্জ, তার দায় যাতে না নিতে হয়, সেই চিন্তা থেকে তাদের এ সিদ্ধান্ত।

নড়বড়ে অর্থনীতি, অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি, নাজুক নিরাপত্তা—এ রকম অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত নতুন সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতিতে বাড়তি মনোযোগ সময় ব্যয় করা কঠিন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন সরকারের সামনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি চ্যালেঞ্জ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জটি হলো পাকিস্তানের কৌশল ও নীতিগত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বেড়ে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।

পার্লামেন্টে অভিষেক ভাষণে শাহবাজ শরিফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পাকিস্তান কোনো পরাশক্তির খেলার ঘুঁটি হবে না। শরিফ বোঝাতে চেয়েছেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান ঠোকাঠুকিতে পাকিস্তান কোনো পক্ষের দিকেই যাবে না। কিন্তু বলা যত সহজ, করা ততটাই কঠিন। কেননা, বৈশ্বিক দুই পরাশক্তির বৈরিতার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশলী জায়গা দ্রুত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল যে চাহিদা, তা পূরণে চীনা সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও বিস্তৃত হওয়ায় পাকিস্তান তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চীনকে দরকার পাকিস্তানের।

বিপদের বিষয়টি বেশ কয়েকবারই দৃশ্যপটে হাজির হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে চীনের বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর (সিপিইসি) প্রকল্পটিকে চীনের পতাকাবাহী প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) অংশ বলে সমালোচনা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে গিয়ে গত বছর উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। সে সময়ে

অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল যে চাহিদা, তা পূরণে চীনা সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও বিস্তৃত হওয়ায় পাকিস্তান তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চীনকে দরকার পাকিস্তানের।

বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন ডেমোক্রেসি সম্মেলনে অংশগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তান ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডেমোক্রেসি সম্মেলনে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়েছিল।

পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী। বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর পাকিস্তানকে দেওয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দ্রুত নিম্নগামী হয়েছে। অগভীর ও লেনদেনমূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়টি উপেক্ষা করলেও পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

এ কারণেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্কের বৈষয়িক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরবর্তী ঋণের কিস্তি সময়মতো ছাড় করার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের নতুন সরকার ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্‌গ্রীব।

পাকিস্তানে নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ তুলতে বাইডেন প্রশাসনের আপাত যে অনীহা, সেটাকে পাকিস্তানে দেখা হচ্ছে, নতুন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশের কৌশল হিসেবে। তবে পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও কিছুদিন আগের অবস্থানে থেকে যাবে। কেননা, আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ কারণে আগামী কয়েক মাস ওয়াশিংটনের নীতির বড় ধরনের বদল হবে বলে মনে করা যায় না। এই স্থিতাবস্থার সময়টা শরিফ সরকারের জন্য ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নেওয়ার একটা সুযোগ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মানে এই নয় যে চীনের সঙ্গে পাকিস্তান তাদের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উপেক্ষা করতে পারবে।

আইএমএফের সঙ্গে পরবর্তী চুক্তি নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পাকিস্তানের জন্য জরুরি। কিন্তু পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে গেলে খুব শিগগির চীনের অর্থনৈতিক সহায়তা লাগবে।

পর্বতসমান উঁচু মূল্যস্ফীতি, তলানিতে ঠেকা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল এবং ২০২৬-এর শেষ নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ বাড়ানোর যে লক্ষ্যমাত্রা শরিফ সরকার নিয়েছে, তাতে চীনের আরও আর্থিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ পাকিস্তানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।

এ কারণেই অনেকে মনে করছেন, এবারের মেয়াদে শাহবাজ শরিফের প্রথম বিদেশ সফর হবে চীনে। যদিও বিরোধী দলে যখন তিনি ছিলেন, সে সময় পিটিআই সরকারের প্রতি তার তীব্র সমালোচনা ছিল, পাকিস্তানকে ধীরে ধীরে চীনের প্রকল্পের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। নতুন সরকার চীনের সেই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলেই মনে হয়। উপরি হিসাবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে চাইবে পাকিস্তান।

অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল যে চাহিদা, তা পূরণে চীনা সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও বিস্তৃত হওয়ায় পাকিস্তান তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চীনকে দরকার পাকিস্তানের।

পাকিস্তানের অনেকে এখনো এই তর্ক তোলেন যে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে পাকিস্তান এখনো সেতুবন্ধ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বৈরিতা যেভাবে গভীর হচ্ছে, তাতে ১৯৭১ সালে হেনরি কিসিঞ্জারের বেইজিং সফরের মধ্যস্থতা করতে পাকিস্তান যেভাবে সফল হয়েছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটা করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

সে সময়ে পাকিস্তান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারকে বেইজিংয়ে নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শীতল যুদ্ধ চলছিল। চীন যাতে সোভিয়েতের ঘনিষ্ঠ না হয়, সেটা ঠেকাতেই যুক্তরাষ্ট্র বেইজিংয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করার পথ খুঁজছিল।

এ মুহূর্তে ইসলামাবাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কোনো একটি পক্ষকে ক্ষুব্ধ না করে বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে সম্পর্ক গভীর করে তোলা।

সিতারা নূর, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলফের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের সহযোগী
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

সাইমন টিসডল

পুতিনের পতন ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হবে না

পরাজয় মেনে নিয়ে ইউক্রেনের নেতাদের উচিত শান্তির সাদা পতাকা উড়িয়ে আলোচনার টেবিলে বসা—পোপ ফ্রান্সিসের এই বক্তব্যে কিয়েভ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় যৌক্তিকভাবেই ক্ষোভের সঞ্চার হতে দেখছি। ইউক্রেন পরাজিত হয়েছে, তাঁর এই ধারণাই ভ্রান্ত। তা ছাড়া তিনি মস্কোর অবৈধ আগ্রাসন এবং যুদ্ধাপরাধের কোনো সমালোচনা না করে বরং উপেক্ষাই করেছেন। তারপরও কথা থাকে। আসলে এই সংঘাতের সমাপ্তি কীভাবে ঘটবে, তা নিয়ে শুধু পোপ ফ্রান্সিস নন, দ্বিধাগ্রস্ত আরও অনেকেই।

দুই বছর হয়ে গেল, তবে এখনো এই যুদ্ধে বিজয়ী কে, তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এই অচলাবস্থা একদিক থেকে ভালো। কোনো একটি পক্ষ জয়লাভ করলে আর সবার জন্য বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গত সপ্তাহে এমানুয়েল মাখোঁ ইউক্রেনে ন্যাটো বাহিনী পাঠানো উচিত, এমন মন্তব্য করার পরপরই ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দেন।

পুতিন যা বলছেন, তার কিছুটা বাগাড়ম্বর, তবে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে যা খুশি তাই করতে পারেন, এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর বিশ্বাস, সময় এখন তাঁর পক্ষে আছে। তিনি যুদ্ধ জিইয়ে রাখছেন, একই সঙ্গে নির্বাচনের আড়ালে আবারও ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছেন।

রাশিয়ার হার, নানা কারণে বিপজ্জনক। পুতিন ইউক্রেনের এই যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে উপস্থাপন করেছেন এবং ভোটাভুটিতে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ রুশ তাঁর এই কথা বিশ্বাস করেন। তাঁর জন্য, পরাজয় অগ্রহণযোগ্য। কারণ, এর অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাশিয়ার পরাজয় এবং পুতিনের সরে যাওয়া। যদি তিনি একঘরে হয়ে পড়েন, তাহলে এই লোকটা পশ্চিমাদের দায়ী করবেন এবং অন্যদেরও টেনে নামাবেন। ইউক্রেনের হারও নানা কারণে বিপজ্জনক। মানবিক বিপর্যয় ঘটবে সাংঘাতিকভাবে। বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ মানুষ পশ্চিমের দিকে ছুটবেন। বুচা ও মারিউপোলের কথা যদি স্মরণে থাকে, তাহলে নির্যাতন, যুদ্ধাপরাধ ও অপহরণের হার কোথায় পৌঁছাবে, তা অনুমান করা যায়। বিজয়ী পুতিন পুরো দেশ দখল করে নিতে পারেন বা বসতি স্থাপন করে একটা পুতুল সরকারকেও

বসিয়ে যেতে পারেন। যা-ই হোক না কেন, ইউক্রেনের স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা আর থাকবে না। দেশটির গণতন্ত্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার আশাও আর পূরণ হবে না।

ইউরোপের ওপর যে প্রভাব পড়বে, তা-ও হবে ভয়াবহ। রাশিয়ার এই বিজয় পোল্যান্ড এবং অপর তিন বাল্টিক রাষ্ট্রের জন্য ভীতিজাগানিয়া। তারা মনে করছে, রাশিয়া এখন সম্প্রসারণের দিকে যাবে। পশ্চিমা রাষ্ট্রপন্থী দেশ মলদোভা হয়তো রাশিয়ার নিশানায় চলে গেছে ইতিমধ্যে। ইউরোপের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমরাস্ত্র সংগ্রহে জোর দেবে, যার প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। ইউক্রেনের পরাজয়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে বিশ্বে। চাইলেই অপর একটি দেশকে জবরদখল এবং বেসামরিক জনগণকে নিশানা করা যায়, এমন একটা ভয়ংকর দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। এ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চীনও কি তাইওয়ানকে আক্রমণে আগ্রহী হয়ে উঠবে? বা অন্য কোনো দেশ? খুবই সম্ভাবনা আছে। জাতিসংঘ সনদ, জেনেভা কনভেনশন ও মানবাধিকার আইনের মৌলিক নীতিগুলোও তখন আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নেতৃত্ব এবং ন্যাটোও তীব্র ধাক্কা খাবে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন গত মাসে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'যদি পুতিন সফল হন, তাহলে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবেন। এর ফল হবে বিধ্বংসী।' তিনি আরও বলেন, 'যদি আমরা গণতন্ত্রকে সমর্থন দিতে না পারি, তাহলে বিশ্বের অন্য নেতারা, অন্য স্বৈরাচারীরা উৎসাহিত হবেন। আরও খোলাখুলিভাবে বললে, যদি ইউক্রেন হেরে যায়, আমার বিশ্বাস ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে।'

যদি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো একজোট হয়ে রাশিয়ার হার নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে আপস ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না। পোপ ফ্রান্সিস যেভাবে বলেছেন, সেভাবে না হলেও। তুরস্কের শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব কিয়েভ আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। সমঝোতার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক যাঁরা তাঁরাও কোনো দিশা পাচ্ছেন না। ইউক্রেনের ১০ দফা প্রস্তাবও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে মস্কো। তবে একটা মধ্যপন্থী সমাধানের সন্ধান দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ রিচার্ড হাস ও চার্লস কাপচান।

তাঁরা বলছেন, ইউক্রেনের উচিত হবে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে সমঝোতায় বসা। কিয়েভ সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করছে এবং আগ্রাসী মনোভাবের কারণে রাশিয়ার জবাবদিহি চায়। এ নিয়ে তারা একচুলও ছাড় দিতে রাজি নয়। তবে কিয়েভের উচিত হবে এই মুহূর্তে তার অগ্রাধিকার ঠিক করা। আরও বেশি অঞ্চল স্বাধীন করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাদের উচিত হবে নিয়ন্ত্রণে থাকা ৮০ শতাংশের বেশি ভূমি মেরামত করা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

পশ্চিমা সমর্থিত যুদ্ধবিরতি মৃত্যু ও ধ্বংস থামাবে। এতে করে কূটনৈতিক আলোচনার পথ খুলে যাবে এবং ইউক্রেনের যে উদ্দেশ্য, তা বাধাগ্রস্ত হবে না। তবে সমস্যাটা হলো, পুতিন মনে করেন তিনি বিজয়ী হতে চলেছেন। তাঁকে অবশ্যই যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিতে হবে। এরপর যদি কোনো একটি পক্ষ অথবা দুই পক্ষই বিরতিকে সেনা পুনর্গঠন ও অস্ত্র সংগ্রহ এবং আবারও যুদ্ধে যাওয়ার বিরতি হিসেবে ধরে নেয়, তাহলে আলোচনা ভেস্তে যাবে।

যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব লোভনীয়। অন্তত একটা সাময়িক বিরতিও হতে পারে। মাখোঁ পোপকে ধমকে যেমনটি বললেন, ইউক্রেনের শান্তির অর্থ আত্মসমর্পণ নয়। এই যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে শেষ করতে হলে আইনগত উপায়ে ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। এই স্বৈরাচারের পতন ছাড়া শান্তির প্রত্যাশা দূর অস্ত।

সাইমন টিসডল কলাম লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার
গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

স্বামীকে নিয়ে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বিজেপি ছাড়লেন গাজলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি জেলা কমিটির সহ-সভা নেত্রী দিপালী বিশ্বাস। তার সাথে দল ছাড়লেন দিপালী বিশ্বাসের স্বামী বিজেপি নেতা ও লোকসভা নির্বাচনে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের অবজারভার রঞ্জিত বিশ্বাস। বিজেপির সমস্ত পদ থেকে ইস্তফাদিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিজেপি ছাড়লেন দিপালী এবং রঞ্জিত।যোগ দিলেন তৃণমূলে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী ও মালদা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূলের একটি নির্বাচনী সভার মধ্য দিয়েই গাজোলের তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। আর এই ঘটনার পরেই মালদার রাজনীতিতে তুমুল শোড়গোল পড়ে গিয়েছে। এদিন বিকেলে গাজোল ব্লকের কদুবাড়ী মোড়ে তৃণমূলর একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে জেলার প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের টিকিটে গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়।

এরপর ২০১৬ সালের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমুলে যোগদান করেন দিপালী বিশ্বাস। এরপর ২০২০ সালে ডিসম্বর মাসে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাকে বিজেপি সহ সভাপতি ও দলের গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব দেন। পাশা দিপালী বিশ্বাসের স্বামী রঞ্জিত বিশ্বাস বর্তমানে পুরাতন মালদার বিজেপির পর্যবক্ষেক ছিলেন। নেত্রী দিপালী বিশ্বাস বলেন, বড় ভুল করেছিলাম। শুভেন্দু অধিকারী ভুল বুঝিয়ে দলে নিয়ে গেছিল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। একটা কথাও রাখে নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি যে আমাকে দলে নিয়েছে আমি তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

মুর্শিদাবাদে দু’দিনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, ইউনিসেফ এবং বিক্রমশিলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির উদ্যোগে ১৮ই মার্চ সোমবার মুর্শিদাবাদ গভ: ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসার মুর্শিদাবাদ জেলার ১০৬ টি মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে জীবন দক্ষতা ও জীবন কুশলতার সমন্বয়ে গঠিত জীবনশৈলী শিক্ষা বিষয়ে দুইদিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি ভ্রাতিকা চৌধুরী, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সদস্য মোঃ আনসার আলী এবং পর্ষদ কর্মী রাকিব মন্ডল। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন সভায় সশরীরে উপস্থিত না থেকেও

তিনি ডিজিটাললি উপস্থিত হয়ে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বয়সন্ধিকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যদি জীবন কুশলতা বা জীবন দক্ষতা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে না পারা যায় তাহলে তারা কেবল জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করতে পারবে না এমন নয় বরং বৃহত্তর জীবন ক্ষেত্রে নিজেকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করাও তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে । জীবনশৈলী প্রকৃত অর্থে মূল্যবোধ সম্পৃক্ত মানুষ হয়ে ওঠার পথের সন্ধান দেয়।

জয়নগরে আবারও মিলল প্রত্নসামগ্রী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সুন্দরবনের জয়নগর থানা এলাকা থেকে আবার মিলল প্রত্নসামগ্রী। চাষের কাজে কোপ দিতেই মিললো প্রত্নসামগ্রী।ইতিহাস থেকে জানা যায় , দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল একসময়। শ্রী চৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন এই পথেই।আর সেই পথেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এই সব প্রত্নসামগ্রী।কিছুদিন আগে জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের নমাজগড় এলাকায় চাষের কাজের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়েছিলেন কিছু চাষি। মাটিতে কোদালের কোপ পড়তেই বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, টেরোকাটোর জিনিসপত্র, পাথরের টুকরো-সহ নানা প্রত্নসামগ্রী। প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের অনুমান, এই সব জিনিস প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল , মাটি খোঁড়ার সময়ে মাথার খুলি মিলতেই ‘কঙ্কাল’ উদ্ধার হয়েছে বলে শোরগোল পড়ে যায়

এলাকায়। জয়নগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশে এসে খুলিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই কঙ্কালের সঙ্গেই আরও কিছু টেরাকোটার জিনিসপত্র এবং নানা পাথরের টুকরোও পাওয়া যায় মাটির নীচ থেকে। প্রাথমিক ভাবে সে সব নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তেমন উৎসাহ না থাকলেও খবর পেয়ে এলাকায় চলে আসেন একাধিক প্রত্নতত্ত্ব গবেষক। জিনিসগুলি খতিয়ে দেখে তাঁরা অবাক হন।সুন্দরবনের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা বলেন, “এই সব জিনিস ৭০০ থেকে দু’হাজার বছরের পুরনো। দেখে মনে হচ্ছে শুঙ্গ, কুষাণ যুগের জিনিস। এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। ওই জায়গায় খোঁজ করলে আরও এ রকম জিনিস মিলতে পারে।”

উঃ মালদায় জমজমাট তৃণমূল ও বিরোধীদের নির্বাচনী প্রচার

দেবাশিস পাল ● মালদা

আপনজন: আনুষ্ঠানিক ভাবে ভোটের দিন ঘোষণা হতেই উত্তর মালদায় নিজেদের দলীয় প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তৃণমূল-বিজেপি প্রার্থী। দিনভর নির্বাচনী প্রচারের পাশাপাশি জনসসম্পর্কে ব্যস্ত দেখা গেল উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন হবিবপুরের আইহো,বুলবুলচন্ডী, হয়ে পাকুয়াহাট এবং বামনগোলায় নির্বাচনী প্রচার পর্ব চালান। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুও এদিন প্রচার পর্ব চালান গাজোল বিধানসভা এলাকার কেষ্টপুর, জালসা,রাণীগঞ্জ- ১, রাণীগঞ্জ- ২ সহ বিভিন্ন এলাকায়। উত্তর মালদার আলাদা দুই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল-বিজেপির দুই প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খগেন মুর্মুকে প্রচারে দেখা যায়। সঙ্গে ছিলেন নিজেদের কর্মী সমর্থকরা। প্রার্থীরা নিজেদের সমর্থনে ভোট প্রচার করলেও একটি বিষয়ে মিল

দেখেছেন ভোটাররা। সেটা হলো দুই প্রার্থীই এদিন ভোটারদের কাছে না গিয়ে আগে ছুটছেন মন্দিরে। অনেকের মতে কার্যত মন্দির থেকেই ভৌট প্রচার শূরু হয়। মন্দিরে পূজো দিয়ে তারপর এলাকার ভোটারদের দুয়ারে প্রার্থীরা পৌঁছেছেন ভোট প্রচারে। দুই প্রার্থীই আলাদা দুটি কালি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে বেড়িয়েছেন। এদিন হবিবপুর ব্লকের আইহো কালী মন্দিরে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো শেষে লাড্ডু বিতরণ করেন। তারপর বেড় হন নির্বাচনী প্রচারে। অন্যদিকে গাজোল ব্লকের কেষ্টপুর সিঁদুরমুচি শ্মশানকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে এদিন কথা বলে জনসম্পর্ক সারেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে বিজেপির বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুও রাজ্যে তৃণমূলের নানা ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন।

নানান রকম ফুল শাকসবজি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সুগন্ধি ভেষজ আবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আর কয়েকদিন পর রং এর উৎসবে মেতে উঠবে গোটা দেশ । কিন্তু রং নিয়ে বরাবরই মানুষকে দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়। কিন্তু সেই রং যদি হয় ভেষজ তাহলে তো কোন চিন্তাই নেই। কারণ গত কয়েক বছর ধরেই চাহিদা বেড়েছে ভেষজ রঙের। যেমন পালং শাক থেকে সবুজ রং গাজর থেকে কমলা, গাঁদা ফুলের পাপড়ি ও হলুদ দিয়ে হলুদ রং এবং জবা ফুল ও বিট দিয়ে গোলাপি রং, অপরিচিতা ফুল দিয়ে নীল রং। এমনই জিনিস দিয়ে দোলের আবির তৈরি করে তাক লাগাচ্ছেন মিলিত প্রয়াস সংস্থার কর্মকর্তারা। অনেকেই রাসায়নিক রঙে ভয় পায় ত্বকে যদি কোনরকম সংক্রমণ হয় সেটাও চিন্তার বিষয়। ফলে দলের দিন অনেকেই রং মাখা থেকে বিরত থাকেন আর সেই কারণেই বেড়েছে ভেষজ আবীরের চাহিদা যে আবিরের রং গায়ে মাখলে কোনরকম সংক্রমণ ঘটবে না। এবং অনেকেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে সেই আবির বিক্রি করে নিজেদের স্বনির্ভর করছেন।

এই মিলিত প্রয়াস সংস্থা বিশেষভাবে নানান সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বসন্ত উৎসবের প্রাক্কালে আবির তৈরিতে আজ পূর্ব বর্ধমান শহরের সদরঘাট চাষীমানা এলাকায় সেখানকার কিছু কিশোর কিশোরীদের নিয়ে এই ফুল শাকসবজি দিয়ে নিজেদের হাতে আবির তৈরি করা শেখাচ্ছেন। সঙ্গে সেই আবির তৈরি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন অনেক শিশুরাও। সেই কিশোর কিশোরীদের মনের রং এখন শুধু ফাগুনের রং হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়। একদিকে যেমন মহিলারা শিখছেন হাতে তৈরি আবির তেমনি অন্যদিকে সেই আবির তৈরি দেখতে আসার জন্য ভিড় জমিয়েছে অনেক শিশুরাও তাদের মনে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। মিলিত প্রয়াস সংস্থার সম্পাদক প্রতুনু রক্ষিত জানিয়েছেন তাদের এই সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে যেমন যুক্ত থাকে সেই রকমই অসহায় মানুষদের স্বনির্ভর করার তাগিদেও ছুটে বেড়ায়। সেই চিন্তাকে মাথায় রেখে আজ এই এলাকার মহিলাদের ভেষজ আবীর নিজেদের হাতে তৈরি করে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ।

‘মানবতা’র ইফতার সামগ্রী বিতরণ ও স্বাস্থ্য শিবির ঝনঝনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: রাজ্যজুড়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কাজ করে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা। তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ঝনঝনিয়া গ্রামে মানবতার তরফে অনুষ্ঠিত হলো ইফতার সামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্য শিবির। এ দিন প্রায় একশো মানুষের হাতে রমজান মাসের ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। মানবতার উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবির থেকে অর্ধ শতাধিক মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। গ্রাম বাংলার স্কুল ছুট বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে সচেতনতার পাঠ দেন মানবতার প্রধান জুলফিকার আলী পিয়াদা। পাশাপাশি এতিম অসহায় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সহায়তা করারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এলাকার বহু মানুষ মানবতার তরফে এই পরিষেবা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মানবতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ইব্রাহিম শেখ, আসাদুল আকুন্জি, এসএসকেএম-এর চিকিৎসক ডক্টর জাফরিয়াব পিয়াদা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আব্দুল জব্বার, জামিয়া রহমানিয়ার শিক্ষক মুফতি আমিরুল ইসলাম, স্থানীয় আল কোরআন একাডেমী’র শিক্ষক লাইচেল হক মোল্লা, ইউসুফ হক প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন দৈনিক আপনজন পত্রিকার সাংবাদিক এম মেহেদী সানি।

জাল লটারি টিকিট বিক্রির অভিযোগে ধৃত

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস।চার দিনের পুলিসি হেফাজতে আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয় তাদের।

পুলিস জানায়, সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা ও কুশিদা এলাকায় লটারি টিকিট বিক্রির দোকানে হানা দিয়ে তুলসীহাটা থেকে গোপাল রাম,পুতুল ঢালি ও পবন সাহা এবং কুশিদা এলাকা থেকে মনোজ ঘোষ কে জাল লটারি টিকিট সহ গ্রেফতার করা হয়।যোগসূত্র সন্দেহে মঙ্গলবার সকালে চাঁচল থানার স্বরুপগঞ্জ এলাকা থেকে সুশান্ত কুমার অধিকারী নামে এক ব্যক্তি কে গ্রেফতার করা হয়।

অভিযুক্তরা জাল লটারির টিকিট বিক্রির কথাও স্বীকার করে নিয়েছোহরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন ‘একটি নামি লটারি সংস্থার নামে এই টিকিট বাজারে বিক্রি করা হত।তাদের হাত ধরে ক্রমশই এই জাল টিকিট বিক্রির প্রবণতা বাড়ছিল।জাল টিকিট চক্রের এজেন্টদের হাত ধরে এই টিকিট পৌঁছে যায় সর্বত্র।

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ হাওড়ার তেঁতুলতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার কোনা তেঁতুলতলায় পানীয় জলের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষ। এদিন এলাকার প্রায় কয়েকশ মহিলা রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জল পাচ্ছে না তারা। তার জন্য জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন মহিলারা। উত্তেজনা থাকায় নামানো হয় র‍্যাফ। লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ হয়। পরে স্থানীয় মহিলাদের বোঝানোর পর অবরোধ ওঠে। স্থানীয়রা দাবি জানান, প্রায় সাত থেকে আট মাস ধরে জলকষ্টে ভুগছেন তারা। তাই বাধ্য হয়েই তারা পথে নেমেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ গোস্বামী বলেন, জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আন্দোলন।

পেয়ারাবাগান এলাকায় আগামী দিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান যদি না হয় তাহলে এই আন্দোলন, অবরোধ আরও বড় জায়গায় যাবে। আগামী দিন আমাদের মা-বোনেরাই এই আন্দোলন করবে। সমস্যা সমাধান না হলে এলাকার বাসিন্দাদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেবে কোনা এলাকার মানুষজন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অনেক দিন ধরে জল আসছে না। বারে বারে প্রশাসনের কাছে জানালেও কিছু হয়নি। বাড়িতে রোগী শুয়ে আছে। বাড়িতে জল আসছে না। সেই কারণে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে।

নিকাশি নালার জল পুকুরে সংযুক্ত করায় আপত্তি গ্রামবাসীদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বাড়ির ব্যবহার্য জল সহ বর্ষার জল একত্রে সংযোগ ঘটিয়ে নতুন ড্রেন তৈরি করে পুকুরের দিকে লাইন করতেই গ্রামবাসীরা প্রতি বাদে সরব হয়ে ওঠেন।জানা যায় যে,সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পুকুরের দিকে নিকাশি নালা তৈরির কাজ বন্ধের দাবিতে স্থানীয় লোকজন রাজনগরের বিডিওর দ্বারস্থ হলেন।

বিবরণে প্রকাশ, রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত খোদাইবাগ গ্রাম সংলগ্ন মুরালিবাঁধ নামক একটি পুকুর রয়েছে।সেখানে খোদাইবাগ এবং বহিলাপাড়া পাশাপাশি দুটি গ্রামের মানুষজন উক্ত পুকুরের জল ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয়দের অভিযোগ পুকুরের পাশেই একটি নিকাশি নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এই নিকাশি নালাটি তৈরি

হলে নোংরা জল পুকুরটিতে পড়বে এবং পুকুরের জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে ।

তাই নিকাশি-নালাবাহিত জলের সংযোগ যেন না ঘটে এবং ড্রেন তৈরীর কাজটি যাতে বন্ধ করা হয়, সেজন্য স্থানীয়ভাবে মানুষজন বিডিও র কাছে লিখিত আকারে একটি অভিযোগ জমা দেন। এবিষয়ে রাজনগরের বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী ফোন মারফত জানিয়েছেন তিনি অভিযোগ পেয়েছেন এবং বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।

নাম ঘোষণার আগেই জোট প্রার্থীর প্রচার শুরু

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: বাম কংগ্রেসের জোট প্রার্থী কোন দলের থাকবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হলো এবার বীরভূম লোক সভা কেন্দ্রে।

বাম কংগ্রেসের জোট প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেওয়াল লিখন শুরু রামপুরহাটে।মঙ্গলবার এমনই চিত্র দেখা গেলো রামপুরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে বাম কংগ্রেস জোট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী তথা বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও হাঁসন কেন্দ্রের প্রাক্তণ বিধায়ক মিল্টন রশিদের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করলো রামপুরহাট শহর কংগ্রেসের সভাপতি শাহজাদা হোসেন ওরফে কিনু। তবে এখন পর্যন্ত যা খবর দলগত ভাবে কোন প্রার্থী তালিকা ঘোষণাই হয়নি।উল্লেখ্য গত কয়েক দিন ধরেই চিকিৎসক আব্দুল করিম সাহেবকে প্রার্থীর সমর্থন চেয়ে নলহাটি এলাকায় বেশ কিছু ব্যানার ছড়িয়ে পড়ে। সেই ব্যানারে বাম সমর্থিত কর্মীরা চিকিৎসক আব্দুল করিমের ছবি দেওয়া ব্যানারে স্পষ্ট লেখেন, ‘আসন্ন লোক সভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আব্দুল করিম সাহেবকে অনুপ্রাণিত করুন। একই ভাবে এবার রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি শাহাজাদা হোসেন বাম কংগ্রেস সমর্থীত কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের সমর্থনে দেওয়ালে লেখেন, আসন্ন লোক সভা নির্বাচনে - চোর লুটেরা তৃণমূল ও মিথ্যেবাদী বিভাজনকরী বিজেপিকে পরাস্ত করতে জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদকে হাত কাস্তে হাতুড়ি তারা ‘হাত চিহ্নে ভোট দিন। সৌজন্যে রামপুরহাট ১৪ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি। তাহলে কি প্রার্থীর সমর্থনে ইদুর দৌঁড় প্রতিযোগিতায় বীরভূম লোক সভা কেন্দ্রে জোট প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ থাকবেন না বাম সমর্থীত প্রার্থী আব্দুল করিম থাকবেন। নাকি আবার দলীয় ভাবে তৃতীয় ব্যাক্তির নাম ঘোষণা হবে। না কি বাম কংগ্রেস একক ভাবে লড়বে সেটিই এখন দেখার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডিএল রায় সম্মাননা পেলেন সাকিল

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা যে গান শুনে গেয়ে বড় হয়েছে সেই স্মৃতিময় কবি গীতিকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায় সম্মাননা পেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশিষ্ঠ কবি ও সাংবাদিক সাকিল আহমেদ। এদিন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় সম্মাননা তুলে দেওয়া দেন কৃষ্ণনগর কবি বাচিক শিল্পী পরিবারের কর্ণধার কবি সুশান্ত ঘোষ ও ডক্টর সীমা রায়। সেন্ট্রাল কলকাতার বিপ্লবী নলিনী গুহ মঞ্চে এই সম্মাননা পেয়ে সাকিল আহমেদ বলেন, দীর্ঘ একমাস অসুস্থ ছিলাম। এখন আবার আপনাদের সামনে ফিরে আসতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য। ছোটবেলা থেকে তাঁর লেখা গান গেয়ে নাটক শুনে বড় হয়েছি আমরা, তাঁর নামাঙ্কিত এই সম্মাননা পেয়ে আমার নতুন লেখার প্রেরণা দেবে বলে আমি মনে করি।

পাথরপ্রতিমায় ইফতার সামগ্রী বিলি দুঃস্থদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: পাথর প্রতিমা ব্লকের দিগম্বর পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রনারায়ন পুরে দুস্থ দরিদ্র অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষের পাশে দাঁড়াল লালপুর মিসবাহুল উলুম এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। প্রায় ২০০ জন মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দিলেন। উল্লেখ্য ইউকের স্বেচ্ছাসেবী দাতা সংস্থা কেরাভ্যান অফ মার্সির আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনের উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি,দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী জয়নগর নামখানা কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা মথুরাপুর কুলপি ডায়মন্ড হারবার সহ বিভিন্ন জায়গার সংখ্যালঘু পরিবারকে ইফতার সামগ্রী তুলে দেয়া হচ্ছে প্রায় দুই হাজার পরিবারের হাতে। ইফতার সামগ্রী মধ্যে রয়েছে চালের বস্তা ডাল ছোলা খেজুর চিনি সরিষার তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান পেয়াদা, প্রাক্তন শিক্ষক আব্দুর রশিদ, সমাজসেবী কালিপদ দাস ও বহু বিশিষ্ট মানুষজন।

ছবি: মিসবাহ উদ্দিন

এবার বাড়ি ভেঙে পড়ল বৈদ্যবাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মেটিয়াবুরুজের পর এবার হুড়মুড়িয়ে পুরোনো বাড়ি ভেঙে পড়ল বৈদ্যবাটিতে। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে মঙ্গলবার দুপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি পুরোনো বাড়ি।আহত বাড়ি ভাঙার কাজে নিযুক্ত দুই শ্রমিক। গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার আতঙ্কের মধ্যেই বৈদ্যবাটির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ওই এলাকায়। বৈদ্যবাটি চৌমাথায় জিটি রোডের ওপর একটি পুরোনো বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল কয়েকদিন ধরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে সেই বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল।হঠাৎই জিটি রোডের ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটির একাংশ।কর্মরত ২ জন শ্রমিক আহত হন।তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

৮৪ ম্যাচ পর গ্রিজমানকে ছাড়া খেলবে ফ্রান্স, থামছে রেকর্ড দৌড়

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স খেলছে, কিন্তু নেই আঁতোয়ান গ্রিজমান! আগামী শনিবার এমন বিস্ময়কর কিছুই দেখতে যাচ্ছে ফুটবল-বিশ্ব। ওই দিনই যে ২০১৭ সালের পর প্রথমবার গ্রিজমানকে ছাড়া আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। গত সাত বছরে ফ্রান্সের হয়ে টানা ৮৪টি ম্যাচ খেলা গ্রিজমান গতকাল চোটের কারণে ছিটকে গেছেন জাতীয় দল থেকে। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন নিশ্চিত করেছে এই খবর।

ফুটবলের তথ্য পরিসংখ্যান-বিষয়ক ওয়েবসাইট স্কোয়াকা তাদের ইনস্টাগ্রাম পেজে গত বছরের অক্টোবরে জানিয়েছিল ফুটবলে টানা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা গ্রিজমানেরই। ৩২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ফ্রান্সের হয়ে টানা ৮১ ম্যাচ খেলার পরই রেকর্ডটার কথা জানিয়েছিল স্কোয়াকা। তবে গ্রিজমান কার রেকর্ড ভেঙেছিলেন সেটি উল্লেখ ছিল না।

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক বিলি রাইট ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে টানা ৭০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন। ইংল্যান্ডের রেকর্ড হিসেবে এখনো টিকে আছে সেটি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গ্রিজমান কার রেকর্ড ভেঙেছিলেন, সেটি ঠিকঠাক বলা না গেলেও ফ্রান্সের কার রেকর্ড ভেঙেছেন, সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে। ফ্রান্সের হয়ে টানা ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা গ্রিজমান কেড়েছিলেন প্যাট্রিক ভিয়েরার কাছ থেকে। সাবেক আর্সেনাল তারকা ভিয়েরা জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন টানা ৪৪টি ম্যাচ। গ্রিজমানকে ছাড়া ফ্রান্স সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে ২০১৭ সালের ১৩ জুন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। পরের মাসেই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দলে ফিরেই একটি গোল করে ও আরেকটি করিয়ে দলকে ৪-০ ব্যবধানের জয় এনে দিয়েছিলেন গ্রিজমান। সেই থেকে টানা ৮৪টি ম্যাচ খেলেছেন ৩২ বছর বয়সী আতলেতিকো মাদ্রিদ তারকা। গ্রিজমান ফ্রান্সের হয়ে ১২৭ ম্যাচে গোল করেছেন ৪৪টি। ফ্রান্সের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ ও সবচেয়ে বেশি গোল–দুই তালিকাতেই চতুর্থ স্থানে আছেন গ্রিজমান।

সেই গ্রিজমান অ্যাঙ্কেলের চোটে ছিটকে যাওয়ায় বিকল্প হিসেবে লাৎসিওর মাতেও গেনদুজিকে দলে ডেকেছেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আগামী শনিবার জার্মানির বিপক্ষে খেলার পর ২৬ মার্চ চিলির বিপক্ষে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ফরাসিরা। ২০২৪ ইউরোর আগেই এ দুটিই ফ্রান্সের সর্বশেষ প্রস্তুতি ম্যাচ।

অ্যাঙ্কেলের চোটে ভোগা গ্রিজমান লা লিগার দল আতলেতিকোর হয়ে চারটি ম্যাচ মিস করার পর গত সপ্তাহে মাঠে ফেরেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে গোলও পেয়েছেন। পিছিয়ে পড়েও তাঁর দল উঠে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। এরপর রোববার বার্সেলোনার বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচেও দ্বিতীয়ার্ধে খেলেছিলেন গ্রিজমান।

তবে ফ্রান্স জাতীয় দলের চিকিৎসকের পরামর্শেই দেশম তাঁর ‘অপরিহার্য’ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়েছেন। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম কাল গ্রিজমানের বাদ পড়া নিয়ে কথা বলেছেন, ‘আঁতোয়ান (গ্রিজমান) গত রাতে (পরশু) ৪৫ মিনিট খেললেও ওর অ্যাঙ্কেলে সমস্যা রয়ে গেছে। আঁতোয়ানের মানের খেলোয়াড়ের বিকল্প তো আমরা খুঁজে পাব না। পজিশন অনুযায়ী বিকল্প খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া খুব, খুব কঠিন কাজ।’

অর্ধেক অর্থ ফেরত পাচ্ছেন হংকংয়ের মেসি-ভক্তরা

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি তাঁদের বাড়ির কাছের মাঠে খেলবেন। মাঠে গিয়ে তাঁকে সরাসরি খেলতে দেখার লোভ কি সামলানো যায়!

হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরাও ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকাকে দেখতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয় তারকা মেসিকে দেখতে ১১০ ডলার ব্যয় করে টিকিট কেটেছিলেন অনেকেই। গত ৪ ফেব্রুয়ারির সেই ম্যাচের সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাইকে হতাশ করে মেসি সেদিন মাঠেই নামেননি। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে হংকংয়ের মেসি-ভক্তদের টিকিটের অর্ধেক মূল্য ফেরত দেবে আয়োজকেরা। ম্যাচের দিন গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু আটটি ব্যালন ডি’অর-জয়ী মেসি শুরুর একাদশে নামেননি। হংকংয়ের মেসি-ভক্তরা অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন বদলি হিসেবে মাঠে নামবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো মেসিকে আর মাঠেই নামাননি। বিষয়টি নিয়ে খুব খেপেছিল হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। গ্যালারিতে বসেই টিকিটের অর্থ ফেরত চেয়ে স্লোগান দেয় তারা। ম্যাচ শেষে মার্তিনো মেসিকে না খেলানোর কারণ হিসেবে বলেছিলেন চোটের কথা।

এ নিয়ে পরে আরও জল ঘোলা হয়। মায়ামির প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতির পরের ম্যাচে মেসি জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে বদলি হিসেবে খেলতে নামার পর হংকং সরকার এর ব্যাখ্যা দাবি করে। চীন আবার এর মধ্যে টেনে আনে রাজনীতি। বিষয়টি নিয়ে মেসি সংবাদ সম্মেলনে কথাও বলেছিলেন। চোটের কারণ খেলতে না পারার বিষয়টি উল্লেখ করে হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে।

এবার সেই ম্যাচের আয়োজক প্রতিষ্ঠান টাটলার এশিয়া দর্শকদের টিকিটের অর্ধেক অর্থ ফেরত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তবে সেটাই শুধু তাঁরাই পাবেন, যাঁরা যথাযথ জায়গা থেকে টিকিট কিনেছেন।

এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ও ওয়ানডেতে সিরিজের পর এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানে নারী ও কন্যাশিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আইসিসি ভবিষ্যৎ সফর পরিকল্পনার (এফটিপি) অংশ হিসেবে তিন ম্যাচের সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল এ বছরের আগস্টে।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে শাসনভার নেওয়ার পর তৃতীয়বার আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ স্থগিত করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০২১ সালের নভেম্বরে হোবার্টে টেস্ট খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের। কিন্তু তালেবানরা ক্ষমতা দখল করেই মেয়েদের খেলাধুলা নিষিদ্ধ করায় সেই টেস্ট স্থগিত করে সিএ।

এরপর ২০২৩ সালের মার্চে আরব আমিরাতে দুই দলের নির্ধারিত ওয়ানডে সিরিজ খেলতেও অস্বীকৃতি জানায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ স্থগিত করার সময় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল, আফগানিস্তানের নারীদের পরিস্থিতি উন্নতি হলেই মাঠে গড়াতে পারে স্থগিত হওয়া সিরিজগুলো।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পরামর্শেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই পরামর্শ দিতে গিয়ে সিএকে বলেছে, ‘আফগানিস্তানের নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা আরও অবনতি হয়েছে।’

এ কারণেই আগের অবস্থান থেকে সরে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় সিএ। সিএ তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে অবস্থান উন্নতি হলেই শুধু আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া, ‘সিএ বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটে নারী ও কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণের পক্ষে শক্ত অবস্থান ধরে রাখবে। এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গেও কাজ করে যাব আমরা। ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করতে কী করতে হবে, তা নিয়ে আমরা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও কাজ করে যাব।’

টেস্ট খেলুড়ে ১২টি দেশের মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তানেরই মেয়েদের দল নেই। তালেবান আবার ক্ষমতায় আসার আগে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য দেশটিতে মেয়েদের ক্রিকেট চালুর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তারা কয়েকজনের সঙ্গে চুক্তিও করেছিল। সেই খেলোয়াড়দের বেশির ভাগই পরে অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় নেন। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর খেলাধুলা তো দূরের কথা, মেয়েদের হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াও বন্ধ করে দিয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে দেশটিতে মেয়েদের পার্ক, জিম ও গণস্নানাগারে প্রবেশও নিষিদ্ধ করে।

পা ভেঙে আইপিএল শেষ বেরেনডর্ফের, বিশ্বকাপ নিয়েও শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল খেলতে ভারতে রওনা দেওয়ার আগে পার্থের ওয়াকা গ্রাউন্ডে অনুশীলন করছিলেন জেসন বেরেনডর্ফ। গত বৃহস্পতিবার সেই অনুশীলনেই বিপত্তি, ব্যাটিং অনুশীলন করতে গিয়ে যে বাঁ পায়ের হাড় ভাঙল বেরেনডর্ফের। প্যাড ফাঁকি দিয়ে বল সরাসরি আঘাত করে তাঁর অ্যাঙ্কেলের একটু ওপরে। তাতে নিশ্চিত হয়ে যায়, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে এবারের আইপিএল খেলা হচ্ছে না বেরেনডর্ফের। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলা নিয়েও এখন সংশয় তাঁর।

অস্ত্রোপচার না লাগলেও বেরেনডর্ফকে মাঠের বাইরে থাকতে হচ্ছে টানা আট সপ্তাহ। এ কারণে তাঁর বিকল্প হিসেবে নতুন খেলোয়াড়ও দলে টেনেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। ইংল্যান্ডের বাঁহাতি পেসার লুক উডকে দলে টেনেছে হার্দিক পান্ডিয়ার দল।

৩৩ বছর বয়সী বেরেনডর্ফ গত মাসেই অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত সফরে ভালো করার পুরস্কারই পেয়েছিলেন বাঁহাতি পেসার। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ভারত সফরে গুয়াহাটিতে এক ম্যাচে ৪ ওভারে ১২ রান দিয়ে ১ উইকেট নেওয়ার পথে ১৭টি ডট বল করেছিলেন বেরেনডর্ফ।

তবে ক্যালেন্ডারের পাতায় নতুন বছর যোগ হতেই নিউজিল্যান্ড সফরের অস্ট্রেলিয়া দল থেকে বাদ পড়েন বেরেনডর্ফ। পারফরম্যান্স নয়, মিচেল স্টার্ক টি-টোয়েন্টি দলে ফেরাতেই এই বিপত্তি। টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা হয়েও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে বেরেনডর্ফের থাকা না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। এখন চোটে পড়ায় সেই সংশয় আরও বাড়ল।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান হয়ে বাড়ি ফিরল সুন্দরবনের গরিব মেধাবী ছাত্রী আরিশা সেখ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন ডেস্ক: সুন্দরবনের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী আন্তর্জাতিক ময়দানে চাম্পিয়ান হয়ে বাড়ি ফিরলো, খুশি এলাকার মানুষ।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা মথুরাপুর থানার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী অরিশা শেখ নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফিরল মঙ্গলবার।এদিন সকালে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে সোজা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে চলে আসে । ছাত্রীটি দরিদ্র পরিবারের।মথুরাপুর থানার কৃষ্ণ চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বড়াঁশি গ্রামে বাড়ি তাঁর। বাবা পেশায় ভ্যান চালক। দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাওয়ার মত অর্থ নেই। বাবা

কোনমতে দারিদ্র্যের সংসারে দিন গুজরান করে।তবু ও এত কষ্টের মধ্যে নিজের পড়াশোনা এবং ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।নেপালে অনুষ্ঠিত ওই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন শিপে মোট ৫৪৬ জন প্রতিযোগী ভারত নেপাল বাংলাদেশ শ্রীলংকা পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেয়। ধাপে ধাপে এগিয়ে অরিষা প্রথম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে সে ক্যারাটে ব্রাউন বেল্ট অর্জন করেছে। এদিন বাড়ি ফিরে অরিসার বলে, আমি জীবনে বড় হতে চাই। মা-বাবার দুঃখ বোঝাতে চাই। পড়াশোনাতে ও এগিয়ে যেতে চাই।আর এই সাফল্যের পরিসীমায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীর প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য তিনি সর্বদা ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ান এই ভাবে। আর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী অরিশা শেখের এই সাফল্যে স্কুলের পাশাপাশি গর্বিত ও আনন্দিত এলাকার মানুষ।

অবসর ভেঙে টেস্টে ফেরায় আইপিএলের শুরুতে খেলা হচ্ছে না হাসারাঙ্গার

আপনজন ডেস্ক: আচমকাই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। আবার ফিরলেনও আচমকাই। শ্রীলঙ্কান লেগ স্পিনার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন গত বছরের আগস্টে। সেই ঘটনার মাত্র সাত মাসের মাথায় সিদ্ধান্ত পাল্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজের দলে ফিরেছেন হাসারাঙ্গা। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ২৬ বছর বয়সী হাসারাঙ্গা শ্রীলঙ্কার সাদা বলের নিয়মিত মুখ। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কও। তবে এখন পর্যন্ত টেস্ট খেলেছেন মাত্র চারটি। ব্যাট হাতে ২৮ গড়ে তাঁর রান ১৯৬। উইকেট নিয়েছেন ৪টি। এই সংস্করণে হাসারাঙ্গা শেষবার মাঠে নেমেছিলেন ২০২১ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষেই।

সিলেট ও চট্টগ্রামে দুই টেস্টের জন্য শক্তিশালী স্পিন আক্রমণ নিয়ে স্কোয়াড সাজিয়েছে শ্রীলঙ্কা। হাসারাঙ্গার পাশাপাশি আছেন দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার প্রবাথ জয়সুরিয়া ও রমেশ মেন্ডিস। নিশান পেইরিস ও কামিন্দু মেন্ডিস রয়েছেন স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে। টেস্ট দলের অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি সিলভাও অফ স্পিনটা ভালোই করেন।

টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আইপিএলের শুরুতে হাসারাঙ্গাকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্ট যদি পাঁচ দিনে গড়ায় সেক্ষেত্রে এই লেগ স্পিন অলরাউন্ডারকে প্রথম তিন ম্যাচে পাবে না দলটি।

আগামী ৫ এপ্রিল দলটির চতুর্থ ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া কঠিন হতে পারে।

আগামী ২২ মার্চ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট। ৩০ মার্চ থেকে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরি স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ও শেষ টেস্ট।

শ্রীলঙ্কার টেস্ট দল:

ধনঞ্জয়া ডি সিলভা (অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস (সহ-অধিনায়ক), দিমুথ করুনারত্নে, নিশান মাদুশকা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ, দিনেশ চান্দিমাল, সাদিরা সামারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, লাহিরু কুমারা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, প্রবাথ জয়সুরিয়া, রমেশ মেন্ডিস, নিশান পেইরিস, কাসুন রাজিথা, বিশ্ব ফার্নান্দো, লাহিরু কুমারা ও চামিকা গুনাসেকারা।

বাইক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাতজনিত সমস্যায় ক্যামেরন ব্যানক্রফট

আপনজন ডেস্ক: বাইক থেকে পড়ে গিয়ে কনকাশনে (মাথায় আঘাতজনিত সমস্যা) পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ক্যামেরন ব্যানক্রফট। আগামী বৃহস্পতিবার শুরু ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ডের ফাইনালে তাই খেলতে পারবেন না ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ার এই ওপেনার।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রোববার এ দুর্ঘটনা ঘটে। এমনিতে নিয়মিত সাইকেল চালান ব্যানক্রফট। তাঁর ছিটকে যাওয়া ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় একটা ধাক্কা। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ওয়াকার ফাইনালে নামছে হ্যাটট্রিক শিরোপার লক্ষ্য

নিয়ে। তাদের প্রতিপক্ষ তাসমানিয়া।

এ মৌসুমে দলটির হয়ে সর্বোচ্চ এবং সব মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ব্যানক্রফট। ৪৮.৬২ গড়ে তিনি করেছেন ৭৭৮ রান। অধিনায়ক স্যাম হোয়াইটম্যানের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিও দারুণ ফর্মে ছিল এবার।

ব্যানক্রফটের বদলে এখন ওপেনিংয়ে আসতে পারেন ডার্সি শর্ট বা টিগ ওয়াইলি। জেইডেন গুডউইনকেও এ ভূমিকায় পাঠাতে পারে তারা।

বল টেম্পারিংয়ের দায়ে স্টিভেন স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে নিষিদ্ধ হওয়া ব্যানক্রফট সম্প্রতি আবার আলোচনায় আসেন অস্ট্রেলিয়া দলে ফেরার সম্ভাবনা দিয়ে। ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর তাঁর জায়গা নেওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি। শুধু এ মৌসুম নয়, কয়েক মৌসুম ধরেই শেফিল্ড শিল্ডে বেশ ধারাবাহিক ব্যানক্রফট। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডাকেনি অস্ট্রেলিয়া। ওপেনিংয়ে খেলানো হচ্ছে স্টিভেন স্মিথকে।

জাভির বিদায়ের ঘোষণাই কি বদলে দিল বার্সাকে

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে বার্সেলোনার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ দেখছিলেন অনেকে। প্রত্যাশা ছিল হাড্ডাহাড্ডি এক লড়াইয়েরও। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে তেমন কিছুই হলো না। দাপুটে ফুটবল খেলে বার্সা শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতেছে ৩-০ গোলে। এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের ২ নম্বরে উঠে এসেছে বার্সা। আর ম্যাচ হেরে সেরা চারের বাইরে ছিটকে গেছে আতলেতিকো। ২৯ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্টের পার্থক্য এখন ৮। দুইয়ে উঠে এলেও শিরোপা-দৌড়ে ফেরা বার্সার জন্য এখনো দূরের বাতিঘর। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গর্ব করার মতো ফুটবলই খেলেছে জাভি হার্নান্দেজের দল। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়টাকে আরেকটু স্পষ্ট করে বললে হবে শেষ ১০ ম্যাচে কিংবা জাভির মৌসুম শেষে বিদায় ঘোষণা পর থেকে। গত ২৮ জানুয়ারি ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারের পরই মৌসুম শেষে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানান জাভি। ‘ক্লাবের ভালোর’ জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান জাভি। স্প্যানিশ এই কোচ বিদায় ঘোষণার সময় লা লিগায় রিয়ালের চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল বার্সা। ২১ ম্যাচ শেষে তিনে থাকা বার্সার পয়েন্ট ছিল ৪৪। ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ ছিল রিয়াল ও ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুই ছিল জিরোনা। এমনকি এর এক সপ্তাহ আগে কোপা দেল রে থেকেও বিদায় হয়ে গিয়েছিল বার্সার। সব মিলিয়ে বার্সা থেকে বিপর্যস্ত জাভির বিদায় ঘোষণা মোটেই বিস্মিত হওয়ার মতো ছিল না।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**